

উৎসে ভ্যাট কর্তন

VAT Deduction at Source (VDS)

ড. মোঃ আব্দুর রউফ

বর্তমানে ভ্যাট সংক্রান্ত একটি বহুল জিজ্ঞাসিত বিষয় হলো উৎসে ভ্যাট কর্তন। সংশ্লিষ্ট মহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন বিষয়টি VDS নামে বহুল প্রচলিত। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এও উৎসে ভ্যাট কর্তন বিষয়টি বিদ্যমান ছিল এবং এ বিষয়টি নিয়ে বেশ জটিলতা ছিল এবং জনমনে প্রচুর জিজ্ঞাসা ছিল। যদিও উৎসে ভ্যাট কর্তনকে ভ্যাট ব্যবস্থার একটি বিচ্যুতি (distortion) বলা হয়, তবুও শুধু আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় নয়, পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় এমনকি উন্নত দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান/পদ্ধতি কার্যকর রয়েছে। কারণ, এই পদ্ধতিতে সহজে, কম জনবল প্রয়োগ করে সরকার প্রচুর পরিমাণ ভ্যাট সংগ্রহ করতে পারে। বস্তুত সুসংগঠিত ভ্যাট এবং আয়কর ব্যবস্থায় সিংহভাগ ভ্যাট এবং আয়কর উৎসে আদায় করা হয়ে থাকে। নতুন ভ্যাট আইনের ধারা ২(২১), (২২), (২৬), (৭১), (৯২), (১০৩)(গ), ৯(৬), ৪৬(৩)(গ), ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১(৩), ৫৩, ৮৫(১)(এ), ১০৭(২)(গ), ১১১, ১৩২, এবং বিধি ১১, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০(১)(চ), ৪০(১)(ছ), ৪০(৩), ৪৪, ৪৯ এবং ১১৭-তে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধি-বিধান সন্নিবেশিত রয়েছে। আইনের ভাষা (legislative phrasing) অনেক সময় সাধারণ জনগণের কাছে, এমনকি অনেক শিক্ষিত মানুষের কাছেও সহজে বোধগম্য হয় না। আইন বোধগম্য না হলে আইন পরিপালিত হয় না। তাই, এই অধ্যায়ে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত আইন ও বিধির বিধান সহজে, সবার জন্য বোধগম্য করে, সহজ ভাষায় পেশ করা হয়েছে। আলোচনার প্রারম্ভে আমাদের জানা দরকার যে, উৎসে ভ্যাট কর্তন বলতে কি বুঝায়?

উৎসে ভ্যাট কর্তন বলতে কি বুঝায়?

উৎসে ভ্যাট কর্তন বিষয়টি কী তা এখানে আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক। ভ্যাট এবং আয়কর উৎসে কর্তন করার বিধান রয়েছে। যখন স্বাভাবিক স্থানে, স্বাভাবিক পদ্ধতিতে নানা কারণে কর আদায় করা সম্ভব হয় না, তখন ওই কর সংক্রান্ত অর্থের যেখানে উৎস সেখান থেকে কর কর্তন করে নেয়ার বিধান করা হয়। এই হলো উৎসে কর কর্তন। অতএব, উৎসে কর আলাদা কোনো করের নাম নয় - উৎসে কর হলো কর উৎসে কর্তন করে রাখার পদ্ধতি মাত্র। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। যারা চাকুরী করেন তাদের অনেকেরই প্রকৃত আয়ের পরিমাণ অনুযায়ী আয়কর দেয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তারা আয়কর দিয়েও থাকেন। আবার, অনেকের মধ্যে আয়কর ফাঁকি দেয়ার প্রবণতাও রয়েছে। তাই, নিয়োগকর্তা কর্তৃক নিয়োগকৃত ব্যক্তিদের করযোগ্য আয় থেকে আয়কর উৎসে কর্তন করে রাখার জন্য সরকার বিধান জারি করেছে। স্বাভাবিক পদ্ধতিতে যিনি আয় করেন তিনি তার বার্ষিক আয়কর দাখিলপত্রে তার আয়ের সঠিক ঘোষণা দেবেন এবং তার আয়ের ওপর প্রযোজ্য আয়কর প্রদান করবেন, এমনটি হওয়া উচিত। কিন্তু অনেকেই তার বার্ষিক ঘোষণায় সঠিক আয় প্রদর্শন করেন না, যা একটি বাস্তবতা, যার ফলে আয়কর ফাঁকি হয়ে যাওয়ার আশংকা

থাকে। তাই, সরকার বিধান করেছে যে, কোনো ব্যক্তির নিয়োগকর্তা তার বেতন-ভাতা পরিশোধ করার সময় প্রযোজ্য আয়কর উৎসে কর্তন করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করবেন। এভাবে ১২ মাসের বেতন থেকে আয়কর উৎসে কর্তন করা হবে। ওই ব্যক্তি যখন তার বার্ষিক আয়কর রিটার্ন দাখিল করবেন, তখন তার সারা বছরের মোট প্রদেয় আয়করের পরিমাণ নির্ধারণ করবেন এবং ১২ মাসে তার নিয়োগকর্তা কর্তৃক যে পরিমাণ আয়কর উৎসে কর্তন করা হয়েছে সেই পরিমাণ অর্থ প্রদেয় থেকে বিয়োগ করে প্রযোজ্য হলে আয়কর প্রদান করবেন, প্রযোজ্য না হলে প্রদান করবেন না। এই হলো আয়কর উৎসে কর্তন সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিকতা এবং পটভূমি। আয়কর উৎসে কর্তন সংক্রান্ত বিধানের ফলে যারা সংগঠিত খাত থেকে বেতন নেন তাদের জন্য বেতনের ওপর আয়কর ফাঁকি দেয়া কঠিন হয়। তাহলে দাঁড়ালো এই যে, স্বাভাবিকভাবে বেতনের ওপর যে পদ্ধতিতে আয়কর আদায় করার কথা ছিল সে পদ্ধতিতে আদায় করা সহজসাধ্য না হওয়ায় বেতনের যেখানে উৎস সেখান থেকে আয়কর আদায় করে নেয়ার পদ্ধতি হলো আয়কর উৎসে কর্তন।

একই উদ্দেশ্যে একইভাবে ভ্যাট উৎসে কর্তন করার বিধান করা হয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে ভ্যাট ফাঁকি হওয়ার আশংকা সবচেয়ে বেশি কেবলমাত্র সেসব ক্ষেত্রে ভ্যাট উৎসে কর্তন করার বিধান করা হয়েছে। আমরা জানি, ভ্যাট আদায় করা হয় পণ্য ও সেবার ওপর। ভ্যাট হলো বহুস্তরবিশিষ্ট কর (multiple-stage tax)। অর্থাৎ ভ্যাট আদায় করা হয় বিভিন্ন স্তরে। পণ্যের ক্ষেত্রে ভ্যাট আদায় করা হয় তিনটি স্তরে, যথা: (১) আমদানি স্তর; (২) উৎপাদন স্তর; এবং (৩) ব্যবসায়ী স্তর। আমদানি স্তরে ভ্যাট ফাঁকি কম হয়। কারণ, আমদানি স্তরে পণ্য সরকারি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে থাকে। আমদানি স্তরে অসাধু আমদানিকারক কর্তৃক মূলত পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস (classification) ও পণ্যের মূল্যায়ন (valuation) ম্যানিপুলেট করে ভ্যাট এবং অন্যান্য শুল্ক ও কর ফাঁকি দেয়ার অপচেষ্টা করা হয়। এভাবে আমদানি স্তরে ভ্যাট এবং অন্যান্য শুল্ক ও কর ফাঁকি দেয়া অপেক্ষাকৃতভাবে কঠিন। আমদানির পরে আসে উৎপাদন স্তর। উৎপাদন স্তরে আমদানি স্তরের তুলনায় বেশি ফাঁকি হয়। কারণ, উৎপাদন স্তরে পণ্যের ওপর সরকারি কর্তৃপক্ষের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কোনো উৎপাদনকারী যদি উপকরণ ক্রয় করে তার হিসাব বহিতে এন্ট্রি না দিয়ে উৎপাদন করে ভ্যাট পরিশোধ না করে কোনোভাবে বিক্রি করে দেয়, তাহলে এই ফাঁকি উদ্ঘাটন করতে সময়ের প্রয়োজন হয়। পরবর্তীতে অডিট করে এরূপ ফাঁকি উদ্ঘাটন করা সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ, ভ্যাট বিভাগে এত দক্ষ এবং এত প্রচুর জনবল নেই যারা সব সম্ভাব্য ফাঁকি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত অডিট করতে পারেন। উৎপাদন স্তরের চেয়েও ফাঁকির আশংকা বেশি হলো ব্যবসায়ী স্তরে। ডিলার, ডিস্ট্রিবিউটর, কমিশন এজেন্ট, সেলস সেন্টার, পাইকারী বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা, ক্ষুদ্র দোকানদার ইত্যাদি বিক্রেতা কর্তৃক বিক্রয়কে ব্যবসায়ী পর্যায় বলা হয়। বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির হিসাবমতে, সারাদেশে এমন ধরনের ছোট-বড় প্রায় ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ দোকান/প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এত অধিক সংখ্যক দোকান/প্রতিষ্ঠান থেকে সঠিকভাবে ভ্যাট আদায় করার মত জনবল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আমাদের দেশের ভ্যাট প্রশাসনে নেই। এই হলো পণ্যের ওপর ভ্যাট ফাঁকি হওয়া সংক্রান্ত একটি চিত্র। এর চেয়েও ভ্যাট ফাঁকি হওয়ার আশংকা বেশি থাকে সেবা খাতে।

কারণ, পণ্যের বিক্রয় চোখে দেখা যায়। আমদানি, উৎপাদন বা ব্যবসায়ী পর্যায়ে যাই বলুন না কেনো পণ্য বিক্রির জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকে, সেখানে জনবল থাকে, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান থাকে। সেখানে ক্রেতাসহ আরো অনেক মানুষ যাতায়াত করে। এসব বিষয়গুলো দৃশ্যমান। যেমন: উৎপাদন করার স্থানে যন্ত্রপাতি, শ্রমিক, ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি থাকে। ডিলার, ডিস্ট্রিবিউটর, কমিশন এজেন্ট, সেলস সেন্টার, পাইকারী বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা ইত্যাদি স্থানে পণ্য বিক্রির পরিবেশ থাকে যা দেখে বুঝা যায় যে, ইহা একটি উৎপাদন স্থান বা ব্যবসায়ের স্থান। এসব স্থান এবং পরিবেশ সহজে রূপান্তর করা যায় না বা সহজে বা স্বল্প সময়ের মধ্যে ত্যাগ করাও যায় না। কিন্তু সেবার ক্ষেত্রে পরিবেশ ঠিক এর উল্টা। সেবা বিক্রয় সাধারণত চোখে দেখা যায় না এবং সেবা বিক্রির পরিবেশ এতটা দর্শনীয় নয়। যেমন: একজন কনসালট্যান্ট তার বাসায় বসে ই-মেইলের মাধ্যমে কোনো সেবা প্রদান করেন। ভ্যাট কর্মকর্তাদের পক্ষে এ ধরনের সেবা প্রদান সনাক্ত করা এবং তা থেকে ভ্যাট আদায় করা বেশ কঠিন। তাই, সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট ফাঁকির আশংকা থাকে সবচেয়ে বেশি। সেবার মধ্যে আবার কিছু সেবা রয়েছে যেখানে ভ্যাট ফাঁকির আশংকা অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি। এমন সেবার ওপর থেকে মূলত পূর্বের আইনে (মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১) উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বিধান করা হয়েছিল, সেক্ষেত্রে এমন সেবা সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল।

বর্তমান আইনের বিষয়টিও তাই, তবে এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের পরিপ্রেক্ষিত একটু আলাদা। এখানে সরবরাহ এবং সরবরাহ প্রদানকারী হিসেবে বিষয়সমূহ ভাগ করা হয়েছে। পূর্বের আইনে যেখানে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান ছিল, সেখানে প্রযোজ্য ভ্যাট সবটুকুই উৎসে কর্তনের বিধান ছিল। কিন্তু বর্তমান আইনে কিছু সরবরাহের ওপর প্রযোজ্য ভ্যাটের এক-তৃতীয়াংশ উৎসে কর্তন করার বিধান করা হয়েছে। একাউন্টস ট্রাস-চেকিং করার জন্যে এরূপ বিধান করা হয়েছে। পূর্বের আইনে মূলত অধিকতর ফাঁকিপ্রণয় সেবাসমূহের ওপর থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বিধান ছিল কিন্তু এই আইনে পণ্য/সেবা নির্বিশেষে প্রায় সব সরবরাহের ক্ষেত্রে (কতিপয় সরবরাহ ব্যতীত যা পরবর্তীতে আলোচিত হয়েছে) উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বিধান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মূলত যেসব প্রতিষ্ঠান অপেক্ষাকৃত কম সংগঠিত সেসব প্রতিষ্ঠানের সরবরাহের ওপর থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বিধান করা হয়েছে।

যে সব প্রতিষ্ঠান ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে

এই আইনের আওতায় কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে তা ধারা ২ এর দফা (২১) এ বর্ণিত হয়েছে। উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্বপ্রাপ্ত এসব প্রতিষ্ঠানকে উৎসে কর্তনকারী সত্তা (withholding entity) বলা হয়, যা নিম্নে বিস্তারিত আলোচিত হলো:

(ক) কোনো সরকারি সত্তা: সরকারি সত্তা বলতে কি বুঝায় তা ধারা ২ এর দফা (৯৩) এ বর্ণিত আছে। উক্ত দফা অনুসারে, সরকারি সত্তা হলো:

- (ক) সরকার বা উহার কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বা দপ্তর;
- (খ) আধাসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত কোনো সংস্থা;

(গ) রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোনো প্রতিষ্ঠান; বা

(ঘ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, পরিষদ বা অনুরূপ কোনো সংস্থা;

বিঃদ্রঃ এখানে একটি বিষয়ে অস্পষ্টতা সৃষ্টি হতে পারে। তা হলো, আধাসরকারি সংস্থা নিয়ে। মাধ্যমিকোত্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উৎসে কর কর্তনকারীর তালিকায় রাখা হয়েছে। অর্থাৎ মাধ্যমিকের নিম্নের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্ব নেই। কিন্তু মাধ্যমিকের নিম্নে অনেক আধাসরকারি স্কুল/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান আধাসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে কি-না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। আধাসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাদেরকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে বলে আমার অভিমত।

(খ) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান: বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বলতে সাধারণত এনজিও বুঝায়। তবে, শুধুমাত্র যেসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত বা সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত শুধুমাত্র সেসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও) এই আইনের আওতায় উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে। পূর্বের ভ্যাট আইনেও এনজিও কর্তৃক উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বিধান ছিল।

(গ) কোনো ব্যাংক, বীমা কোম্পানী বা অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান: পূর্বের আইনেও ব্যাংক, বীমা কোম্পানী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্ব ছিল। ব্যাংক এবং বীমা কোম্পানী বলতে কি বুঝায় তা সহজেই বুঝা যায় কিন্তু আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলতে কি বুঝায় তা সহজে বুঝা যায় না। পূর্বের আইনে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলতে লীজ ফাইন্যান্স কোম্পানীকে বুঝানো হতো। এখনও সেভাবে বুঝাই সমীচীন হবে। তবে, এখানে যেহেতু “অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান” বলা হয়েছে সেহেতু ব্যাংক এবং বীমা কোম্পানীর মত কাজ করে এমন সব আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিবেচনা করা অধিকতর সমীচীন হবে।

(ঘ) কোনো মাধ্যমিক বা তদূর্ধ্ব (post secondary) পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: মাধ্যমিক বা তদূর্ধ্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে কি বুঝায় তা বুঝা সহজ। নিম্ন মাধ্যমিকের ওপরের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর আওতায় পড়বে। অর্থাৎ নিম্ন মাধ্যমিকের ওপরের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সরকারি এবং বেসরকারি) এর ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্ব রয়েছে। পূর্বের আইনে সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্ব ছিল। নতুন ভ্যাট আইনে এই আওতা কমানো হয়েছে। শুধুমাত্র মাধ্যমিক এবং তার ওপরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে। তা হলো, সাধারণত ধারণা রয়েছে যে, শিক্ষা ভ্যাটমুক্ত। তাই, অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভ্যাট দেবে কেনো, অর্থাৎ উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে কেনো। এই আইনের প্রথম তফসিলের দ্বিতীয় খণ্ডের দফা ২ এর উপ-দফা (গ) অনুসারে, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সেবা ভ্যাটমুক্ত। অর্থাৎ সরকার ছাড়া অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শিক্ষা সেবা প্রদান করা হলে তা ভ্যাটযোগ্য হবে (ব্যতিক্রম ব্যতীত)। যে শিক্ষা সেবা ভ্যাটমুক্ত সে শিক্ষা সেবা প্রদান করে যে টিউশন ফি ইত্যাদি গ্রহণ

করা হবে তার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। তবে, যে শিক্ষা সেবা ভ্যাটযুক্ত সে শিক্ষা সেবা প্রদান করে যে টিউশন ফি ইত্যাদি গ্রহণ করা হবে তার ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ সব ধরনের শিক্ষা সেবা ভ্যাটযুক্ত নয়। উৎসে ভ্যাট কর্তন বিষয়টি শিক্ষা সেবার ওপর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভ্যাট-এর বিষয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি বিষয়। উৎসে ভ্যাট কর্তন হলো কোনো উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী সত্তা যখন কোনো পণ্য বা সেবা ক্রয় করে বিল পরিশোধ করবে তখন প্রযোজ্য হলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। উৎসে কর্তিত ভ্যাট শিক্ষা সেবার ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট নয়, বরং ক্রয়কৃত পণ্য বা সেবার ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট। ক্রয়কৃত পণ্য বা সেবার ওপর ভ্যাট সাধারণ নিয়মে ক্রেতা প্রদান করে থাকেন, বিক্রেতা ওই ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা দেন। কিন্তু বিক্রেতা ওই ভ্যাট গ্রহণ করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করতে পারেন এমন আশংকা থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বিধান করা হয়েছে। অর্থাৎ পণ্য বা সেবার ক্রেতাকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, ভ্যাটের অর্থ বিক্রেতাকে না দিয়ে সরাসরি সরকারি খাতে জমা দিয়ে দিতে হবে। আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, শিক্ষা সেবার ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট এবং পণ্য ও সেবা ক্রয়ের বিপরীতে উৎসে কর্তনকৃত/কর্তনযোগ্য ভ্যাট দুটি আলাদা বিষয়।

(ঙ) কোনো লিমিটেড কোম্পানী: রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ (RJSC) এর দপ্তরে লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আইনটি যখন প্রথম প্রণীত হয়েছিল তখন শুধুমাত্র পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। ২০১৯ সালের সংশোধনীর মাধ্যমে পাবলিক লিমিটেড এবং প্রাইভেট লিমিটেড উভয় ধরনের কোম্পানীর ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১ (এক) কোটি টাকার অধিক বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং বৃহৎ করদাতা ইউনিট (মূল্য সংযোজন কর) এর আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে ইতোপূর্বে উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী সত্তা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছিল। সর্বশেষ সংশোধনী অনুসারে সেদুটিকে বিলুপ্ত করা হয়েছে।

আশা করি, এই আইনে কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা স্পষ্ট হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানসমূহ যখন তাদের ক্রয়ের বিপরীতে বিল পরিশোধ করবে, তখন উক্ত ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বাধ্যবাধকতা আছে কি-না তা খতিয়ে দেখতে হবে। যদি বাধ্যবাধকতা থাকে তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বাধ্যবাধকতা থাকার পাও যদি উৎসে ভ্যাট কর্তন করা না হয়, তাহলে আইনে কি বিধান রয়েছে তা এই অধ্যায়ের নিম্নে বর্ণিত হয়েছে। তাই, এসব উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে যারা এ্যাকাউন্টস, অডিট, প্রকিউরমেন্ট, বিলস পেএবল, সাপ্লাই চেইন, ট্যাক্স, ভ্যাট ইত্যাদি ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন, তাদের উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বিধানাবলী সম্পর্কে হালনাগাদ ধারণা থাকা আবশ্যিক।

উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী সত্তার নিকট সরবরাহকারী কর্তৃক সরবরাহ প্রদান করার পদ্ধতি

সরবরাহকারী যখন কোনো সরবরাহ প্রদান করবেন তখন তিনি কর চালানপত্র ইস্যু করবেন। প্রতিটি সরবরাহের ক্ষেত্রেই কর চালানপত্র ইস্যু করতে হবে, ইহা আইনের সাধারণ বিধান। কর চালানপত্র ইস্যু করার পদ্ধতি বিধি ৪০(গ)-তে বর্ণিত রয়েছে। সরবরাহকারী সাধারণ নিয়মে তার সব সরবরাহের ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করবেন। তার সব সরবরাহের মধ্যে কিছু সরবরাহ তিনি প্রদান করেছেন উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীর কাছে। সেসব সরবরাহের ওপরও তিনি স্বাভাবিক নিয়মে তার স্থান থেকে প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করবেন, যদিও এসব সরবরাহের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হবে। সরবরাহ গ্রহীতা প্রযোজ্য হলে ভ্যাট উৎসে কর্তন করবেন। উৎসে ভ্যাট কর্তন করার পর সরবরাহ গ্রহণকারী কিভাবে তা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করবেন এবং উৎসে কর কর্তন সদনপত্র ইস্যু করবেন তা এস.আর.ও. নং-১৮৭-আইন/২০১৯/৪৪-মুসক, তারিখ: ১৩ জুন, ২০১৯ এর অনুচ্ছেদ ৫ এ বর্ণিত রয়েছে যা নিম্নের অনুচ্ছেদেও বর্ণনা করা হয়েছে। “মুসক-৬.৬” ফরমে তিন প্রস্থে উৎসে কর্তনের প্রত্যয়নপত্র জারি করতে হবে। প্রত্যয়নপত্রের মূলকপি ট্রেজারী চালানোর কপিসহ ভ্যাট সার্কেল অফিসে প্রেরণ করতে হবে। এককপি সরবরাহকারীকে প্রদান করতে হবে। সরবরাহকারী প্রত্যয়নপত্র পাওয়ার পর সমপরিমাণ অর্থ তার দাখিলপত্রে হ্রাসকারী সমন্বয় করবেন। সমন্বয় করার সময় হলো যে কর-মেয়াদে ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে এরপর ৬ মাস অর্থাৎ ৬ কর মেয়াদ।

এখানে সমন্বয় করার যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে তা বাস্তবক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উৎসে কর্তন সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট বিধিমালার বিধি ৬(৪) এ উল্লেখ রয়েছে যে, “যেই করমেয়াদে কোন সরবরাহের উপর প্রদেয় কর পরিশোধ করা হয়, সেই করমেয়াদে বা সেই করমেয়াদের পরবর্তী ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে হইবে এবং উক্ত সময়ের পর সমন্বয় দাবি তামাদি হইবে।” সরবরাহের ওপর প্রদেয় কর পরিশোধ করেন সরবরাহকারী। সরবরাহকারী যে করমেয়াদে সরবরাহ প্রদান করেন, সেই করমেয়াদেই প্রদেয় মুসক পরিশোধ করেন। কিন্তু এই করমেয়াদে তার উৎসে কর্তনযোগ্য মুসক সমন্বয় করার সুযোগ নেই। উৎসে কর্তন করার পর এবং প্রত্যয়নপত্র পাওয়ার পর সরবরাহকারী সমন্বয় করতে পারবেন যা বিধি ৫(২) এ যথার্থই উল্লেখ রয়েছে। তাই, কোনো সরবরাহের মূল্য যদি ৬ (ছয়) মাস পরে পরিশোধ করা হয় এবং যদি উৎসে কর্তন করে প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করা হয়, তাহলেও সরবরাহকারী সমন্বয় করতে পারবেন না; কারণ, বিধি ৬(৪) অনুসারে প্রদেয় কর পরিশোধ করার পর ৬ মাস সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। মূল্য বিলম্বে পরিশোধ করা ব্যবসায়ের একটি স্বাভাবিক রীতি। ক্রেতা-বিক্রেতা তাদের সম্পর্কের ভিত্তিতে এবং ওই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাস্তবতার কারণে অনেক সময় অনেক বিলম্বে মূল্য দেয়া-নেয়া করেন। এই বিধানের ফলে তাদের দ্রুত মূল্য পরিশোধ করার প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হবে যা তাদের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত করার শামীল। তাই, বিধানটি এরূপ করা উত্তম হতো যে, উৎসে কর্তনকারী উৎসে মুসক কর্তন করে সরকারি কোষাগারে জমাদানপূর্বক প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করার পর সরবরাহকারী কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র গৃহীত হলে উক্ত

প্রত্যয়নপত্র মূলে সরবরাহকারী সমন্বয় গ্রহণ করতে পারবেন। তবে, প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করার করমেয়াদের ৬ করমেয়াদের মধ্যে সমন্বয় গ্রহণ করতে হবে। এই সময়সীমার মধ্যে সমন্বয় গ্রহণ করা না হলে সমন্বয় দাবি তামাদি হয়ে যাবে। সাধারণত সরবরাহের মূল্য পরিশোধ দু-এক মাসের মধ্যে হয়ে যায়। সেরূপক্ষেত্রে সমস্যা হবে না। তবে, যেক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধ করতে বিলম্ব হবে সেক্ষেত্রে সমন্বয় গ্রহণে জটিলতা হতে পারে। তাই, এই বিধানটি সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মনে করি।

উৎসে ভ্যাট কর্তন করার পদ্ধতি

আইনের ধারা ৪৯ এবং বিধি ৩৭, ৩৮, ৩৯ ও ৪০(১)(চ) এ উৎসে ভ্যাট কর্তন করার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। কোনো সরবরাহ থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি-না তা নির্ধারণের জন্য নিম্নের বিষয়সমূহ বিবেচনায় আনতে হবে:

(ক) উৎসে কর্তনকারী সত্তার নিকট সরবরাহ প্রদান করা হলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। কোন্ কোন্ সত্তা উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী সত্তা তা ধারা ২ এর দফা (২১) এ উল্লেখ রয়েছে। এসব সত্তার নিকট কোনো সরবরাহ প্রদান করা হলে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রয়োগ করতে হবে। ধরা যাক, একজন সরবরাহকারী একটি ব্যাংক এর নিকট সরবরাহ প্রদান করেছে। অন্যান্য বিধি-বিধান পরিপালন সাপেক্ষে এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে; কারণ, সরবরাহ গ্রহণকারী (ব্যাংক) উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী সত্তা।

(খ) চুক্তি, টেন্ডার, কার্যাদেশ বা অন্যবিধভাবে সরবরাহ প্রদান করা হলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। উৎসে কর্তনকারী দপ্তরসমূহের নিজস্ব ক্রয় নীতিমালা (procurement rules) রয়েছে। ক্রয় নীতিমালা অনুসারে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চুক্তি, টেন্ডার বা কার্যাদেশের অধীন ক্রয় করা হয়। তবে, অনেক সময় ছোট ছোট ক্রয় নগদ মূল্যে করা হয়। তাই, ধারা ৪৯(১) এ “অন্যবিধভাবে” শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে। “অন্যবিধভাবে” শব্দের অর্থ হলো অন্য যে কোনোভাবে অর্থাৎ নগদে ক্রয় করা হোক, বাকিতে ক্রয় করা হোক, ছোট-খাটো ক্রয় করা হোক না কেনো, উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রয়োগ করতে হবে।

(গ) ক্রয়টি কত টাকা মূল্যের হলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। যেকোনো মূল্যের ক্রয় করা হোক না কেনো, সরবরাহ গ্রহণকারী উৎসে কর্তনকারী সত্তা হলে তাকে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রয়োগ করতে হবে। ইতোপূর্বে বিধান ছিল যে, ক্রয়টি দশ হাজার টাকা পর্যন্ত হলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। সর্বশেষ সংশোধনীতে তা বাতিল করা হয়েছে।

(ঘ) সরবরাহটি যদি ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ হয় বা যদি শূণ্যহারবিশিষ্ট সরবরাহ হয় তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ কোন্গুলো তা এই আইনের প্রথম তফসিলে বর্ণিত আছে। শূণ্যহারবিশিষ্ট সরবরাহ কোন্গুলো তা আইনের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। সকল রপ্তানি এবং প্রচলন রপ্তানি হলো শূণ্যহারবিশিষ্ট সরবরাহ। এখানে উল্লেখ্য যে, অনেক ক্ষেত্রে আমদানি, উৎপাদন এবং ব্যবসায় স্তরের মধ্যে

এক বা একাধিক স্তরে অব্যাহতি থাকে; আবার এক বা একাধিক স্তরে অব্যাহতি থাকে না। এরূপ সরবরাহকে ইতোপূর্বে করযোগ্য সরবরাহ বলা হতো। এখানে সে ধরনের সমস্যা হবে না আশা করি। বর্তমানে যে সরবরাহটি দেয়া হয়েছে, সে সরবরাহটি সেই স্তরে যদি অব্যাহতিপ্রাপ্ত হয়, তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

(ঙ) সরবরাহের ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট এর কতটুকু উৎসে কর্তন করতে হবে? (১) উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধিমালা, বিধি ৩ এর উপ-বিধি (১) অনুসারে, যদি সরবরাহটির ওপর প্রযোজ্য ভ্যাটের হার ১৫ (পনের) শতাংশ হয় এবং যদি সরবরাহকারী যথাযথভাবে কর চালানপত্র ইস্যু করেন, তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। এ থেকে ধরে নেয়া যায় যে, এরূপক্ষেত্রে যদি সরবরাহকারী কর চালানপত্র ইস্যু না করেন, তাহলে প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। (২) আর যদি সরবরাহের ওপর প্রযোজ্য ভ্যাটের পরিমাণ ১৫ শতাংশের চেয়ে কম হয় বা সরবরাহটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ ভ্যাটবিশিষ্ট কোনো সরবরাহ হয় তাহলে ওই শতাংশ বা পরিমাণ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। অর্থাৎ সরবরাহটি তৃতীয় তফসিলের অন্তর্ভুক্ত কোনে পণ্য বা সেবা হলে তার সাথে সংশ্লিষ্ট হার বা পরিমাণ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। এক্ষেত্রে কর চালানপত্র ইস্যু করা হলেও উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। আর কর চালানপত্র ইস্যু করা না হলো তো কর্তন করতে হবে বটেই। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে, ইতোপূর্বে এক-তৃতীয়াংশ ভ্যাট কর্তন করার একটি বিধান ছিল যা সর্বশেষ সংশোধনীর সময় বাতিল করা হয়েছে।

(চ) সরবরাহকারীকে ভ্যাট এর আওতায় নিবন্ধিত বা টার্নওভার করার আওতায় তালিকাভুক্ত হতে হবে এবং চালানপত্র ইস্যু করতে হবে। উৎসে কর্তনকারী সত্তার নিকট সরবরাহের ক্ষেত্রে কর চালানপত্র ইস্যু করতে হবে। প্রকৃত অর্থে সকল করযোগ্য সরবরাহের ক্ষেত্রেই কর চালানপত্র ইস্যু করতে হবে। সরবরাহ গ্রহীতা উৎসে কর কর্তন সনদপত্র (মূসক-৬.৬) জারি করবেন।

(ছ) বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে হতে কোনো সেবা সরবরাহ নেয়া হলে অর্থাৎ সেবা আমদানি করা হলে মূল্য পরিশোধ করার সময় পরিশোধকারী ব্যাংক বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে।

(জ) উৎসে মূসক কর্তনযোগ্য কোনো সেবা ক্রয় করার ক্ষেত্রে যদি ক্রেতার ব্যাংক অভ্যন্তরীণ ঋণপত্র বা অন্য কোনো মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করে তাহলে মূল্য পরিশোধ করার সময় ব্যাংক কর্তৃক সমুদয় মূসক উৎসে কর্তন করতে হবে। এখানে দুটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। যদিও এসআরও-তে শুধু সেবা বলা হয়েছে, এক্ষেত্রে পণ্য এবং সেবা দুক্ষেত্রে একই বিধান হওয়া প্রয়োজন। তাই, এক্ষেত্রে সেবা ক্রয় করার ক্ষেত্রে উল্লেখ না করে ‘কোনো সরবরাহ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে’ উল্লেখ করলে ভালো হতো। আর একটি বিষয় হলো, উৎসে কর্তন করার পর কর্তনকারী প্রত্যয়নপত্র জারি করবে তা উল্লেখ করলে ভালো হতো। যাহোক, এরূপ উৎসে কর্তনকারীকে স্বাভাবিকভাবেই উৎসে কর্তনের প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করতে হবে।

(এ৩) স্থান ও স্থাপনা ভাড়ার ক্ষেত্রে বিধান পূর্বের মত। ভাড়া গ্রহণকারী ভাড়ার অতিরিক্ত ১৫% ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করবেন এবং ট্রেজারি চালান স্থানীয় ভ্যাট সার্কেল অফিসে জমা দেবেন।

উৎসে ভ্যাট কর্তন করার পর কর্তনকারীর করণীয়

যে সব প্রতিষ্ঠান উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্বপ্রাপ্ত অর্থাৎ উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী সত্তা সে সব প্রতিষ্ঠান ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত হতে পারে আবার অনিবন্ধিত হতে পারে। অর্থাৎ উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী কোনো প্রতিষ্ঠানের ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা না থাকতে পারে। যে সব উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত এবং দাখিলপত্র দাখিল করে, সে সব প্রতিষ্ঠান দাখিলপত্রে বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করে উৎসে কর্তিত ভ্যাট পরিশোধ করবে। যদিও আইনের ধারা ৪৯ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক)তে উল্লেখ আছে যে, সরবরাহ সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদের দাখিলপত্র পেশ করার সময় বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করতে হবে কিন্তু তা সব সময় বাস্তবসম্মত হবে না। সরবরাহ যে কর মেয়াদে গ্রহণ করা হয়েছে সে কর মেয়াদের মধ্যেই যদি মূল্য পরিশোধ করা হয় এবং উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হয়, তাহলে এই কর মেয়াদের দাখিলপত্রে বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করা যাবে। কিন্তু যদি পরবর্তী কোনো কর মেয়াদে মূল্য পরিশোধ করা হয় (যা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রায়ই হয়ে থাকে) এবং মূল্য পরিশোধ করার সময় ভ্যাট উৎসে কর্তন করা হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদ কোনটি হবে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। এরূপক্ষেত্রে সরবরাহ গ্রহণ করার কর মেয়াদে বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করা বাস্তবসম্মত নয়। কারণ, তখন উৎসে কর্তন করা হয়নি। তাই, এরূপক্ষেত্রে উৎসে কর্তন করার কর মেয়াদে বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করা সমীচীন, সহজ, ব্যবসা-বান্ধব ও রাজস্ব-বান্ধব হবে।

যিনি উৎসে ভ্যাট কর্তন করেছেন তিনি ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত না হতে পারেন; যেমন: কোনো সরকারি অফিস। সে ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার পর কি পদ্ধতিতে সরকারি কোষাগারে কর্তিত অর্থ জমা প্রদান করতে হবে সে বিষয়ে আলোকপাত করা দরকার। এস.আর.ও. নং-১৮৭-আইন/২০১৯/৪৪-মূসক, তারিখ: ১৩ জুন, ২০১৯ এর অনুচ্ছেদ ৫ এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। এরূপক্ষেত্রে বিল অনুমোদিত হলে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা প্রযোজ্য মূসক কর্তন করে বুক ট্রান্সফার বা অন্যবিধ স্বীকৃত পদ্ধতিতে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করবেন। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা বিল পরিশোধ করার ৩ কার্যদিবসের মধ্যে উৎসে কর্তনকারী সত্তাকে অবহিত করবেন এবং মূসক কম্পিউটার সিস্টেমে তথ্য প্রেরণ করবেন।

উৎসে ভ্যাট কর্তন করার পর সরবরাহকারীর করণীয়

উৎসে ভ্যাট কর্তন করার পর কর্তনকারী যথানিয়মে সরকারি কোষাগারে কর্তিত ভ্যাট জমা দেবেন। অতঃপর উৎসে কর কর্তন সনদপত্র (মূসক-৬.৬) সরবরাহকারী বরাবরে পাঠিয়ে দেবেন। বিস্তারিত পূর্বের অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে। সরবরাহকারী উৎসে কর কর্তন সনদপত্র

পাওয়ার পর ওই পরিমাণ অর্থ তার দাখিলপত্রে হ্রাসকারী সমন্বয় করবেন (ধারা ৫০, বিধি ৩৯)। কারণ, ইতোপূর্বে তিনি যখন সরবরাহটি প্রদান করেছিলেন তখন তিনি সরবরাহের ওপর প্রযোজ্য সমুদয় ভ্যাট প্রদান করেছেন, অর্থাৎ বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করেছেন। আইনের ধারা ৫০ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লেখ আছে যে, যে কর মেয়াদে সরবরাহের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করা হয় সেই কর মেয়াদে বা তার পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে। এখানে ছয় মাসের পরিবর্তে ছয় কর মেয়াদ উল্লেখ করা অধিকতর সমীচীন হবে বলে মনে হয়। আরো সমীচীন হবে যে কর মেয়াদে উৎসে কর কর্তন সনদপত্র পাওয়া যাবে সেই কর মেয়াদে বা তার পরবর্তী দুই/তিন/চার/পাঁচ/ছয় কর মেয়াদের মধ্যে সমন্বয় করার বিধান করলে। বিধি ৪০(৩) অনুসারে, “উৎসে কর কর্তন সনদপত্র” যদি ক্রটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ হয় তাহলে তার বিপরীতে হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করা যাবে না।

উৎসে ভ্যাট কর্তন না করার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা

(ক) আইনের ধারা ৪৯ এর উপ-ধারা (৪) অনুসারে, উৎসে ভ্যাট কর্তন করা এবং কর্তিত ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার জন্য উৎসে কর্তনকারী সত্তা এবং সরবরাহকারী উভয়ে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়ী থাকবেন।

(খ) ধারা ৮৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (এ) অনুসারে, সমন্বিত কর চালানপত্র এবং উৎসে কর কর্তন সনদপত্র জারি না করলে ১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র জরিমানা করার বিধান রয়েছে। উল্লেখ্য, এই ১০ (দশ) হাজার টাকা জরিমানা হলো শুধুমাত্র উৎসে কর কর্তন সনদপত্র জারি না করার কারণে জরিমানা। ভ্যাট ফাঁকির জন্য আলাদা জরিমানা হবে।

(গ) আইনের ধারা ১১১ অনুসারে, জাল বা ভুয়া সমন্বিত কর চালানপত্র এবং উৎসে কর কর্তন সনদপত্র তৈরী বা ব্যবহার করলে তা হবে একটি অপরাধ যা ধারা ১১৪ অনুসারে প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বিচার করবেন। এরূপ অপরাধের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ১ (এক) বছর কারাদণ্ড বা প্রদেয় করের সমপরিমাণ অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রয়েছে।

অধিকন্তু এস.আর.ও. নং-১৮৭-আইন/২০১৯/৪৪-মূসক, তারিখ: ১৩ জুন, ২০১৯ এর অনুচ্ছেদ ৭ এ সুদ, দণ্ড ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধান বর্ণিত রয়েছে। উল্লেখ্য, ধারা ১২৭(১) শর্তাংশ মোতাবেক, উৎসে ভ্যাট কর্তনজনিত বকেয়া আদায়ের ক্ষেত্রে প্রদেয় করের পরিমাণের ওপর ষান্মাসিক ২ (দুই) শতাংশ সরল হারে সুদ পরিশোধ করতে হবে।

যোগানদার (Procurement Provider)

যোগানদার (Procurement Provider) সেবা বিষয়ে আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। মাঠ পর্যায়ে এই সেবাটি নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি প্রচলিত রয়েছে। যেসব সেবার ক্ষেত্রে উৎসে কর্তন করা হয়, তন্মধ্যে যোগানদার সেবার অংশ বেশি। অধিকাংশ অডিট আপত্তি হয় যোগানদার সেবা নিয়ে। তাই, এ বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার। আমরা জানি যে, ভ্যাট আরোপিত হয় পণ্য ও সেবার ওপর। যোগানদার হলো একটি ভ্যাটযোগ্য সেবা। কিন্তু যোগানদার সেবাটি যখন কারো সামনে আসে তখন তা দেখতে পণ্যের সরবরাহ বলে মনে হয়। এ কারণেও অনেকে যোগানদার সেবাকে সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারেন না। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ধরুন, হোটেল সোনারগাঁও ১০,০০০ পিস টয়লেট টিস্যু কেনার জন্য টেন্ডার আহ্বান করেছে। টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেছে বসুন্ধরা পেপার মিলস লিঃ যা একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। আরো অংশগ্রহণ করেছে মেসার্স হামিদ ট্রেডার্স যা কারওয়ানবাজারে অবস্থিত একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। কারওয়ানবাজারে প্রতিষ্ঠানটির আড়তঘর রয়েছে যেখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কিনে মজুদ করে রাখে এবং বিক্রি করে। টেন্ডারে আরো অংশগ্রহণ করেছে

মেসার্স সা'দ এন্টারপ্রাইজ যা একটি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ যোগানদার। এই টেন্ডারটি যদি বসুন্ধরা পেপার মিলস পেয়ে থাকে তাহলে তাদের উৎপাদিত টিস্যু মূসক চালানসহ সরবরাহ দেবে। ইহা হবে উৎপাদনকারী কর্তৃক পণ্যের সরবরাহ। টেন্ডারটি যদি মেসার্স হামিদ ট্রেডার্স পেয়ে থাকে, তাহলে তার ক্রয়কৃত ও মজুদকৃত পণ্য থেকে পণ্য নিয়ে ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু করে সরবরাহ করবে। ইহা হবে ব্যবসায়ী কর্তৃক পণ্যের সরবরাহ। কিন্তু টেন্ডারটি যদি মেসার্স সা'দ এন্টারপ্রাইজ পেয়ে থাকে তাহলে মেসার্স সা'দ এন্টারপ্রাইজ ওয়ার্ক অর্ডার পাওয়ার পর উৎপাদনকারীর নিকট থেকে অথবা ব্যবসায়ীর নিকট থেকে পণ্যটি ক্রয় করবেন, পণ্যচালানটি বহন করে নিয়ে আসবেন এবং হোটেল সোনারগাঁওয়ে সরবরাহ করবেন। এক্ষেত্রে হোটেল সোনারগাঁও পেয়েছে পণ্য কিন্তু ভ্যাটের পরিভাষায় মেসার্স সা'দ এন্টারপ্রাইজের কাজটি সেবা হিসেবে বিবেচিত। সেবার শিরোনাম হলো যোগানদার সেবা। ইংরেজিতে বলে Procurement Provider। Procurement Provider টার্মটি স্বব্যখ্যায়িত। একস্থান থেকে Procure করা হয়, তারপরে বহন করে নিয়ে আসা হয়, তারপর আর এক স্থানে Provide করা হয়। তাই, এই কাজটিকে বলা হয় Procurement Provider এবং কাজটি হলো একটি সেবা। পণ্য ক্রয় করে বহন করে নিয়ে এসে কোথাও দিয়ে যাওয়ার সেবা হলো Procurement Provider সেবা। অর্থাৎ সরবরাহটি দেখতে পণ্য কিন্তু ভ্যাটের পরিভাষায় তা হলো সেবা।

যোগানদার সেবাটি বুঝার জন্য আরো ব্যাখ্যার প্রয়োজন। কোনো সরবরাহকারী আমদানিকারক কিনা তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। কোনো সরবরাহকারী উৎপাদনকারী কিনা তা বুঝাও সহজ। কোনো সরবরাহকারী অন্য কোনো সেবা প্রদানকারী কিনা তা বুঝাও কঠিন নয়; যেমন: কনসালট্যান্সী সেবা, আইন পরামর্শক সেবা, অডিট সেবা ইত্যাদি। কোনো সরবরাহকারী ব্যবসায়ী (trader) কিনা তা বুঝা একটু কঠিন। ব্যবসায়ী এবং যোগানদারের মধ্যে পার্থক্য কি তা বুঝলেই যোগানদার কে তা নির্ণয় করা যায়। এ বিষয়টি বুঝতে হলে যোগানদার সেবা প্রদানকারীর কাজের প্রকৃতি কি তা বুঝা দরকার।

যোগানদার এর প্রকৃতি

আমরা খুব ঘণ ঘণ একটা টার্ম ব্যবহার করে থাকি, তা হলো সাপ্লাই ব্যবসা। সাধারণত এই সাপ্লাই ব্যবসা হলো যোগানদার। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যায়। ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, হোটেল সোনারগাঁও ১০,০০০ পিস টয়লেট টিস্যু সরবরাহ নেবে। একজন উৎপাদনকারী, একজন ব্যবসায়ী এবং একজন যোগানদার টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেছে। ধরুন, গ্রামীণ ফোন লিঃ ৫০০ পিস ল্যাপটপ সরবরাহ নেয়ার জন্য টেন্ডার আহ্বান করেছে। টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেছে ওয়াল্টন যা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া, অংশগ্রহণ করেছে ফ্লোরা লিঃ যা হলো আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান। আরো অংশগ্রহণ করেছে মেসার্স সা'দ এন্টারপ্রাইজ যা যোগানদার। ওয়াল্টন যদি টেন্ডারে জয়ী হয়ে কার্যাদেশ পায় তাহলে নিজের উৎপাদিত ল্যাপটপ সরবরাহ করবে, ফ্লোরা লিমিটেড যদি কার্যাদেশ

পায় তাহলে তার আমদানিকৃত ল্যাপটপ সরবরাহ করবে; আর মেসার্স সা'দ এন্টারপ্রাইজ যদি কার্যাদেশ পায় তাহলে ওয়াল্টন থেকে কিনে সরবরাহ করবে অথবা কোনো আমদানিকারক বা বিক্রেতার নিকট হতে কিনে সরবরাহ করবে অথবা আমদানি করে সরবরাহ করবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ল্যাপটপ সরবরাহের টেন্ডারে বসুন্ধরা পেপার মিলস লিঃ অংশগ্রহণ করেনি। তাছাড়া, কারওয়ানবাজারের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান মেসার্স হামিদ ট্রেডার্সও অংশগ্রহণ করেনি। তবে, যোগানদার প্রতিষ্ঠান মেসার্স সা'দ এন্টারপ্রাইজ দুক্ষেত্রেই অংশগ্রহণ করেছে। আবার, ধরুন, পেট্রোবাংলা একটি গাড়ি কেনার জন্য টেন্ডার আহ্বান করেছে। টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেছে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ যা একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। আরো অংশগ্রহণ করেছে মেসার্স কার হাউজ যা একটি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া, অংশগ্রহণ করেছে মেসার্স সা'দ এন্টারপ্রাইজ যা একটি যোগানদার প্রতিষ্ঠান। প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ যদি কার্যাদেশ পায় তাহলে নিজস্ব উৎপাদিত গাড়ি সরবরাহ দেবে। কার হাউজ যদি কার্যাদেশ পায় তাহলে আমদানিকৃত গাড়ি সরবরাহ দেবে। আর মেসার্স সা'দ এন্টারপ্রাইজ যদি কার্যাদেশ পায় তাহলে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ বা অন্যকোনো উৎপাদনকারীর নিকট থেকে ক্রয় করে সরবরাহ দেবে অথবা কার হাউস বা অন্যকোনো বিক্রেতার নিকট থেকে ক্রয় করে সরবরাহ দেবে অথবা নিজে আমদানি করে সরবরাহ দেবে। উল্লেখ্য যে, এখানে বসুন্ধরা পেপার মিলস লিঃ, বা ফ্লোরা লিমিটেড বা মেসার্স হামিদ ট্রেডার্স অংশগ্রহণ করেনি। আরো উল্লেখ্য যে, যোগানদার প্রতিষ্ঠান মেসার্স সা'দ এন্টারপ্রাইজ সব টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেছে।

আসুন আমরা এখন যোগানদারের সাথে অন্যান্য সরবরাহকারীর বিশেষ করে ব্যবসায়ীর পার্থক্য কি তা আলোচনা করি যার ফলে যোগানদার কে তা আমরা নিশ্চিত হতে পারবো। যোগানদার প্রথমে কোনো একটি ঠিকানা ব্যবহার করে একটি ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করে। তারপর Taxpayers Identification Number (TIN) ইস্যু করে; তারপর Business Identification Number (BIN) ইস্যু করে। এরপর ব্যবসায়ের লেটারহেড প্যাড ছাপায় এবং সীল তৈরী করে। এই হলো তার ব্যবসায়ের মূল দলিলাদি। তার কিছু নগদ অর্থের প্রয়োজন হয়। কারণ, টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে হলে আর্নেস্ট মানি জমা দিতে হয়। আসুন এখন আমরা যোগানদারের প্রকৃতি এবং অন্যান্য সরবরাহকারীর তুলনায় বিশেষ করে ব্যবসায়ীর তুলনায় তার পার্থক্য কি তা বিশ্লেষণ করি।

প্রথমত, ব্যবসায়ীর একটা নির্দিষ্ট স্থাপনা থাকে। তার দোকান থাকে, সাইনবোর্ড থাকে, বিদ্যুৎ সংযোগ থাকে, কর্মচারী থাকে ইত্যাদি। যোগানদারের সাধারণত এমন কোনো স্থাপনা থাকে না। যোগানদার একটি ঠিকানা ব্যবহার করে উপরে বর্ণিত দলিলাদি প্রস্তুত করে। হয়তো ওই ঠিকানা তার বন্ধুর বাসার ঠিকানা বা অন্যকোনো ঠিকানা যেখানে তার নিজস্ব কিছুই নেই। অবশ্য যোগানদার যদি খুব বড় আকারের হয় তাহলে তার নিজস্ব অফিস থাকে।

দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়ী পণ্য ক্রয় করে তার ব্যবসায় স্থলে মজুদ করে রাখে এবং সেখান থেকে বিক্রি করে। কিন্তু যোগানদার কোনো পণ্য কিনে মজুদ করে রাখে না। যোগানদার টেন্ডারে

অংশগ্রহণ করে কার্যাদেশ পাওয়ার পরে ক্রয় করতে যায়। তাই, বলা হয় যে, ব্যবসায়ী ক্রয় করে বিক্রি করে; আর যোগানদার বিক্রি করার পর ক্রয় করতে যায়।

তৃতীয়ত, ব্যবসায়ী সব ধরনের ক্রেতার কাছে বিক্রি করে। দু'এক পিস বিক্রি করে আবার একবারে অনেক বেশিও বিক্রি করে। কিন্তু যোগানদার দু'এক পিস বিক্রি করে না, সবার কাছে বিক্রি করে না; শুধুমাত্র টেন্ডারের বিপরীতে কার্যাদেশ পেলে সেই পরিমাণ কিনে সরবরাহ করে।

চতুর্থত, ব্যবসায়ী সব টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন না। তার কাছে যে পণ্য মজুদ আছে বা যে পণ্য সাধারণত তিনি বিক্রি করে থাকেন তিনি সে পণ্যের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু যোগানদার সব ধরনের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন। আমরা উপরের উদাহরণসমূহে দেখেছি যে, যোগানদার সব টেন্ডারে অংশগ্রহণ করছেন। যোগানদার যদি আর্নেস্ট মানি দিতে পারেন তাহলে টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন। এভাবে যোগানদার সব টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে থাকেন, তিনি কোনো টেন্ডারের বিপরীতে কার্যাদেশ পেলে সে পণ্য সরবরাহ করেন; আর যদি কোনো টেন্ডারে তিনি বিজয়ী না হন তাহলে আর্নেস্ট মানি উঠিয়ে নিয়ে আসেন।

এখন প্রশ্ন হলো, যিনি ক্রয় করেছেন তিনি এগুলো কিভাবে বুঝবেন। প্রতিটি বিলের ক্ষেত্রে এগুলো বুঝার প্রয়োজন হয় না। উৎসে কর্তনকারী সত্ত্বাদের সরবরাহকারীর তালিকা থাকে। যখন তারা কোনো সরবরাহকারী তালিকাভুক্ত করে, তখন এ বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে নেয়া যায়। উৎসে কর্তনকারীর ব্যবসায়ের প্রকৃতি কি তা ট্রেড লাইসেন্সে উল্লেখ থাকে। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটেও উল্লেখ থাকে। তার প্যাডে উল্লেখ থাকে। সর্বোপরি তার ঠিকানায় গমন করে সরেজমিনে দেখে আসা যায় যে, তার ব্যবসার প্রকৃতি কি?

উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী সত্ত্বার কয়েকটি বিভাগ কোনো ক্রয় কার্যক্রমের প্রথম থেকে যদি ভ্যাট উৎসে কর্তন সম্পর্কে সচেতন থাকে, তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন নিয়ে কোনো জটিলতা হয় না। বিভাগগুলো হলো নেগোশিয়েশন বিভাগ, চুক্তি সম্পাদন বিভাগ, সরবরাহ গ্রহণকারী বিভাগ, মূল্য পরিশোধকারী বিভাগ ও ভ্যাট বিভাগ। যখন কোনো ক্রয় কাজের জন্য আলোচনা করা হয় এবং দলিলাদি প্রস্তুত করা হয়, তখনই জেনে নিতে হবে যে, আলোচ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভ্যাট উৎসে কর্তন সংক্রান্ত বিধান কি এবং সেভাবে দলিলাদি প্রস্তুত করতে হবে এবং চুক্তিতে সেভাবে উল্লেখ করতে হবে। মূল্য পরিশোধের সময় সেভাবে ভ্যাট উৎসে কর্তন করে সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হবে। ক্রয় কাজের সাথে জড়িত কোনো উৎসে কর্তনকারী সত্ত্বার সকল বিভাগ বা সব কর্মকর্তা ভ্যাট বিষয়ে সচেতন না থাকার কারণে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়।

ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য সরবরাহ দিলেও কেনো যোগানদার সেবা হিসেবে উৎসে কর্তন করতে হবে?

এ বিষয়ে আমার বই-এর প্রাশ্নোত্তর অংশে একটি প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব দেয়া আছে। পাঠকদের সুবিধার জন্য তা নিম্নে উদ্ধৃত করলাম:

প্রশ্ন: আমরা প্রিন্টার, কার্টিজ, কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ইত্যাদি দোকান থেকে ক্রয় করি। আমাদের জানামতে এসব আইটেমের ওপর ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট আরোপিত নেই। আমরা

উৎসে কর্তনকারী সত্তা। এসব আইটেম ক্রয় করার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন। [শাহীন সরকার, চীফ এ্যাকাউন্ট্যান্ট, এনেক্স কমিউনিকেশন লিঃ, ৫০০/এ, সড়ক নং-৭, ধানমন্ডি, ঢাকা।]

উত্তর: এই প্রকৃতির প্রশ্ন বর্তমানে অনেকের কাছে থেকে পাওয়া যাচ্ছে। এ প্রশ্নের যে আইনসম্মত উত্তর তা অনেকের কাছে যুক্তিগ্রাহ্য বলে বিবেচিত হয় না। কারণ, প্রশ্ন থেকে যায় যে ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাটমুক্ত আইটেমের ওপর কোনো যোগানদার হিসাবে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। তাই, এই প্রশ্নটির উত্তর বিস্তারিতভাবে প্রদান করবো ইন-শা-আল্লাহ্।

এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর হলো, হ্যাঁ, উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। যোগানদার সেবা হিসেবে ৭.৫% ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। আসলে এমন ছোটো ছোটো ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের এ্যাকাউন্ট্যান্ট বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কোনো ব্যক্তি দোকানে গিয়ে সরাসরি ক্রয় করে নিয়ে আসেন। অর্থাৎ কোনো দরপত্র দেয়া হয় না। তাই, এমনক্ষেত্রে ভ্যাট উৎসে কর্তন করার অবকাশ থাকে না। তাই, বিলের ওপর ৭.৫% ভ্যাট যোগ করে, তহবিল থেকে বরাদ্দ নিয়ে ভ্যাট বাবদ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হয়। সাধারণত কোনো প্রতিষ্ঠানে মাসে এমন অনেক ছোটো-ছোটো ক্রয় করা হয়। প্রতিটি ভাউচারের বিপরীতে এভাবে আলাদা করে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা ঝামেলাপূর্ণ হয়। তাই, মাসের শেষে একবারে সব ভাউচার যোগ করে তার ওপর ৭.৫% ভ্যাট পরিশোধ করে দেয়া হয়।

পণ্যের ওপর ভ্যাট আদায় করা হয় আমদানি পর্যায়ে, উৎপাদন পর্যায়ে এবং ব্যবসায়ী পর্যায়ে। আর সেবার ওপর ভ্যাট আদায় করা হয় সেবা প্রদান পর্যায়ে। যখন সেবা প্রদান করা হয় বা সেবার বিপরীতে চালানপত্র ইস্যু করা হয় বা সেবার মূল্য পরিশোধ করা হয়, তখন ভ্যাট প্রদেয় হয়। উৎসে কর্তনকারী সত্তা যখন মূল্য পরিশোধ করে তখন ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হয়। কোনো প্রতিষ্ঠানে পণ্য সরবরাহ করেন উৎপাদনকারী বা ব্যবসায়ী বা আমদানীকারক। আর সেবা সরবরাহ করেন সেবা প্রদানকারী। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় যোগানদার হলো একটি সেবা। কিন্তু যোগানদার সাধারণত পণ্য সরবরাহ করেন। যোগানদার উৎপাদনকারীর নিকট থেকে ক্রয় করেন অথবা আমদানীকারকের নিকট থেকে ক্রয় করেন অথবা অন্য কোনো ব্যবসায়ীর নিকট থেকে ক্রয় করেন; তারপর তিনি সরবরাহ করেন। তার ক্রয় করা, পরিবহন করা এবং সরবরাহ করা এই কাজগুলোকে যোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

যোগানদার সেবার সংজ্ঞা অনুগ্রহ করে দেখুন (এসআরও নং-১৮৬-আইন/২০১৯/৪৩-মূসক, তারিখ: ১৩ জুন, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)। যোগানদার সেবার সংজ্ঞা অনুসারে, কোটেশন বা দরপত্র বা কার্যাদেশ বা অন্য কোনোভাবে (সরাসরি ক্রয়) উৎসে কর্তনকারী সত্তার নিকট ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ ছাড়া অন্য যেকোনো সরবরাহ প্রদান করা হলে তা যোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। আমরা জানি যে, নতুন ভ্যাট আইনের প্রথম তফসিলের মাধ্যমে কিছু পণ্য ও সেবাকে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। আবার, কতিপয় এসআরও-এর মাধ্যমে কিছু পণ্য ও সেবাকে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রথম তফসিলের মাধ্যমে যেগুলোর ওপর ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে সেগুলো সব পর্যায়ে ভ্যাটমুক্ত। আর এসআরও-এর মাধ্যমে শুধুমাত্র কোনো নির্দিষ্ট পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া

হয়েছে, সেগুলো সব পর্যায়ে ভ্যাটমুক্ত নয়। উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধিমালা অনুগ্রহ করে দেখুন (এসআরও নং-১৮৭-আইন/২০১৯/৪৪-মূসক, তারিখ: ১৩ জুন, ২০১৯)। উক্ত বিধিমালার অনুচ্ছেদ ৮(গ)-তে উল্লেখ রয়েছে যে, আইনের প্রথম তফসিল দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত নয় এমন পণ্য বা সেবা ক্রয় করে সরবরাহ করা হলে সে সরবরাহ যোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ কোটেশন বা দরপত্র বা কার্যাদেশ বা অন্য কোনোভাবে কোনো উৎসে কর্তনকারী সত্তার নিকট যদি এসআরও-এর মাধ্যমে ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো পণ্য সরবরাহ করা হয়, সে সরবরাহ যোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে যে আইটেমগুলো সরবরাহ নেয়া হয়েছে সেগুলো এসআরও-এর মাধ্যমে ভ্যাটমুক্ত। তাই, এই সরবরাহ যোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। তাই, ৭.৫% ভ্যাট উৎসে কর্তন/প্রদান করতে হবে।

বিশ্লেষণ:

খুব ঘণ ঘণ এমন প্রশ্ন আসে যে, যে পণ্য এসআরও দ্বারা ভ্যাটমুক্ত করা হয়েছে সে পণ্যের ওপর যোগানদার সেবা হিসেবে ভ্যাট আদায় করা যুক্তিযুক্ত কি-না এবং ছোটো-ছোটো ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভ্যাট আদায় করা যুক্তিযুক্ত কি-না। এসআরও দ্বারা ভ্যাটমুক্ত করা হয়েছে এমন পণ্যের সরবরাহের ওপর যোগানদার সেবা হিসেবে ভ্যাট আদায় করা আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত নয় বলে মনে হয়। তবে, এর ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে কিছু যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে ইন-শা-আল্লাহ্। খুব সম্ভবত ২০০৩-০৪ সালের দিকে যোগানদার সেবাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যোগানদার সেবাকে যখন প্রথম সংজ্ঞায়িত করা হয় তখন সংজ্ঞায় এরূপ বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয় যে, ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ ছাড়া অন্য সব সরবরাহ যোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ বলতে আইনের প্রথম তফসিল দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত এবং এসআরও দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত উভয় ধরনের অব্যাহতি বুঝানো হয়েছিল যা যুক্তিসঙ্গত ছিল। কিন্তু এই বিধান বাস্তবায়ন করতে যেয়ে সমস্যা হলো যে, উৎসে কর্তনকারী সত্তার কর্মরত কর্মকর্তাগণ যারা ক্রয়, বিল প্রদান ইত্যাদি কাজের সাথে জড়িত থাকেন তাদের পক্ষে কোন্ পণ্য ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত এবং কোন্ পণ্য ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত নয় তা তখন তাদের পক্ষে সঠিকভাবে বুঝা সহজসাধ্য হলো না। উল্লেখ্য, সে সময়ে ভ্যাট সম্পর্কে সচেতনতা অনেক কম ছিল, বর্তমানে ভ্যাট সচেতনতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ধরুন, একটি টেন্ডারে ১০টি পণ্য ক্রয় করা হচ্ছে। এরমধ্যে কোন্ পণ্যটি ভ্যাটমুক্ত আর কোন্ পণ্যটি ভ্যাটযুক্ত তা বুঝা তখন তাদের পক্ষে সহজ হলো না। এ থেকে অডিট আপত্তিসহ নানা জটিলতা সৃষ্টি হতে লাগলো। এরপর খুব সম্ভবত ২০০৬-০৭ সালের দিকে উক্তরূপ বিধান পরিবর্তন করা হলো। যোগানদারের সংজ্ঞায় এরূপ বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হলো যে, টেন্ডার, কোটেশন বা অন্যবিধভাবে উৎসে কর্তনকারীর নিকট যেকোনো পণ্য বা সেবা সরবরাহ প্রদান করা হলে তা যোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। এরূপ বিধান বাস্তবায়ন করতে যেয়েও জটিলতার সৃষ্টি হলো। প্রশ্ন আসতে থাকলো যে, যে পণ্যের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য নেই, সে পণ্য ক্রয় করতে হলে ভ্যাট দিতে হবে কেনো, তা যুক্তিসঙ্গত নয়। বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন (বিজেএমসি) কৃষকদের নিকট থেকে

প্রচুর কাঁচা পাট ক্রয় করে। এরূপ বিধান অনুসারে, এরূপ ক্রয়ের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করার প্রয়োজন হলো। কৃষকরা তাতে অসন্তুষ্ট হলো। উল্লেখ্য, এরপর কাঁচা পাটকে ভ্যাট আইনের প্রথম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিছু প্রতিষ্ঠান কৃষকদের নিকট থেকে ভুট্টা ক্রয় করে সেক্ষেত্রেও এমন সমস্যা হলো। এসব সমস্যা নিরসণ করতে যেয়ে খুব সম্ভবত ২০১১-১২ সালের দিকে আবারো এ সংক্রান্ত বিধান পরিবর্তন করা হলো। আগের দু'রকম বিধানের মাঝামাঝি বিধান করা হলো যে, শুধুমাত্র আইনের প্রথম তফসিল দ্বারা যে পণ্যগুলো ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত সে পণ্যের সরবরাহের ক্ষেত্রে যোগানদার সেবা হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। এভাবে উল্লেখ করা হলো যে, “করযোগ্য” পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা হলে তা যোগানদার হিসেবে গণ্য হবে। এটা বুঝা সহজ ছিল। কারণ, আইনের প্রথম তফসিল একটিমাত্র তালিকা। এই বিধান technically sound ছিল। কারণ, এসআরও-এর মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট পর্যায়ে ভ্যাটমুক্ত করা হয়। তাই, এসআরও-এর মাধ্যমে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হলে পণ্যটি সম্পূর্ণরূপে করমুক্ত হয় না বরং “করযোগ্য” থেকে যায়। নতুন ভ্যাট আইনে এই বিধানই নেয়া হয়েছে। তবে, সমস্যার সমাধান এখনও হয়নি। এসআরও দ্বারা ভ্যাটমুক্ত পণ্যের ওপর যোগানদার সেবা হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা যুক্তিযুক্ত নয়, এ প্রশ্ন এখনও অহরহ উত্থাপিত হচ্ছে।

এবার ছোটো-ছোটো ক্রয়ের কথাই আসি। ছোটো-ছোটো ক্রয় ভ্যাটমুক্ত করে বিধান করা হয়েছিল। তাও সন্তোষজনকভাবে বাস্তবায়ন করা যায়নি। মূল সমস্যা হলো তখন ছোটো-ছোটো ক্রয়ের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং নগদ লেন-দেনের পরিমাণ বেড়ে যায়। এ দুটি বিষয় অর্থনীতির জন্য এবং ভ্যাট আদায়ের জন্য শুভ নয়।

মতামত:

উপরে তিনটি পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো পদ্ধতিই সম্পূর্ণ ক্রটিমুক্ত হয়নি। আমার মতামত হলো, এই তিনটি পদ্ধতির মধ্যে প্রথম পদ্ধতিটি উত্তম। তা ছিল এই যে, আইনের তফসিল এবং এসআরও দ্বারা যেসব পণ্য ভ্যাটমুক্ত সেসব পণ্যের ক্ষেত্রে যোগানদার হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। প্রথম যখন এরূপ বিধান করা হয়েছিল, প্রায় ১৮ বছর আগে তখন ভ্যাট বিষয়ে সচেতনতা কম ছিল। এখন ভ্যাট সচেতনতা অনেক বেড়েছে। তাই, এখন এ বিধান সহজে বাস্তবায়ন করা যাবে। এর সাথে আর একটা কাজ করতে হবে। তা হলো, সব অব্যাহতি এসআরও একিভূত করে একটি এসআরও জারি করতে হবে। একাজ করা কঠিন নয়। তাহলে উৎসে কর্তনকারী সত্তায় কর্মরত ব্যক্তিগণ একটি তফসিল এবং একটি এসআরও-তে সব ভ্যাটমুক্ত আইটেম পাবেন। তা বুঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ হবে আশা করা যায়। ইতোপূর্বে ১৯৯১ সনের ভ্যাট আইনের আওতায় ট্যারিফ ভ্যালু সংক্রান্ত অনেকগুলো এসআরও ছিল। এ নিয়ে বেশ জটিলতা হতো। ২০০৯-১০ সালের দিকে ট্যারিফ ভ্যালু সংক্রান্ত সব এসআরও একিভূত করে একটি ট্যারিফ ভ্যালুর এসআরও প্রস্তুত করা হয়েছিল, যার ফলে বাস্তবায়ন কাজ অনেক সহজ হয়।

উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশটি নিম্নে সন্নিবেশ করা হলো। যেসব ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে তার তালিকা সবশেষে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা

[মূল্য সংযোজন কর]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ১৩ জুন, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ।

এস,আর,ও নং-১৮৭-আইন/২০১৯/৪৪-মূসক।—মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১৩৫, ধারা ৪৯ ও ১২৭(খ) এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, উৎসে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) আদায় বা কর্তনের লক্ষ্যে নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই বিধিমালা উৎসে মূল্য সংযোজন কর আদায় বিধিমালা, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১৭ আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ০১ জুলাই, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

- (ক) “আইন” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন);
- (খ) “উৎসে কর্তনকারী সত্তা” অর্থ কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা দপ্তর, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত কোনো সংস্থা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোনো প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, পরিষদ বা অনুরূপ কোনো সংস্থা, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, কোনো ব্যাংক, বীমা কোম্পানি বা অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কোনো মাধ্যমিক বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কোনো লিমিটেড কোম্পানিকে বুঝাইবে;
- (গ) “পণ” অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৫৯) এ সংজ্ঞায়িত পণ;
- (ঘ) “বিধিমালা” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬;
- (ঙ) “বোর্ড” অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৭৩) এ সংজ্ঞায়িত বোর্ড।

^১ এস,আর,ও নং ২৩৫-আইন/২০১৯/৭১-মূসক, তারিখ: ৩০ জুন, ২০১৯ দ্বারা ‘শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোনো লিমিটেড কোম্পানি এবং ১ (এক) কোটি টাকার অধিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে’ এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

৩। যে সব ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে।—(১) সকল নিবন্ধিত সরবরাহকারী কর্তৃক টেন্ডার, চুক্তি, কার্যাদেশ বা অন্যবিধভাবে অব্যাহতি প্রাপ্ত বা শূন্যহার বিশিষ্ট নহে এইরূপ পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে কর্তনকারী সত্তা উক্ত সরবরাহকারীর নিকট পরিশোধযোগ্য পণ হইতে নিম্নরূপে মূসক উৎসে কর্তন করিবে, যথা:-

(ক) সরবরাহকারী ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে মূসক আরোপিত রহিয়াছে এইরূপ কোনো পণ্য বা সেবা, উক্ত হার উল্লেখপূর্বক ফরম মূসক-৬.৩ (কর চালানপত্র) এর মাধ্যমে সরবরাহ করিলে, সেইক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে না;

(খ) সরবরাহকারী হ্রাসকৃত হারে মূসক বা সুনির্দিষ্ট কর আরোপিত রহিয়াছে এইরূপ পণ্য বা সেবা, ফরম মূসক-৬.৩ (কর চালানপত্র) এর মাধ্যমে সরবরাহ করিলে, উৎসে কর্তনকারী সত্তা পরিশোধযোগ্য পণ হইতে সমুদয় মূসক বা সুনির্দিষ্ট কর উৎসে কর্তন করিবে।]

(২) বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার বাহির হইতে বাংলাদেশে কোনো সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাংক বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান (যাহারা বিল পরিশোধের সাথে সম্পৃক্ত থাকিবে, এমন প্রতিষ্ঠান) প্রযোজ্য হারে সমুদয় মূসক উৎসে কর্তন করিবে।

(৩) উৎসে মূসক কর্তনযোগ্য কোনো সেবা ক্রেতার বিপরীতে যদি ক্রেতার ব্যাংক অভ্যন্তরীণ ঋণপত্র বা অন্য কোনো মাধ্যমে ক্রেতার পক্ষে মূল্য পরিশোধ করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যাংক ক্রেতার পক্ষে প্রযোজ্য সমুদয় মূসক উৎসে কর্তন এবং সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করিবে।

(৪) সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নকালে উক্তরূপ সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের উপর ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে। তাছাড়া, প্রদত্ত লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, পারমিটে উল্লিখিত শর্তের আওতায় রাজস্ব বন্টন (Revenue sharing), রয়্যালটি, কমিশন, চার্জ, ফি বা অন্যকোনভাবে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের উপর ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে।

(৫) “স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী” সেবার ক্ষেত্রে ভাড়া গ্রহণকারী কর্তৃক ভাড়ার উপর ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে সমুদয় মূসক কর্তন করিবে।

৪। যেই সব ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে না।—জ্বালানী তেল, গ্যাস, পানি (ওয়াসা), বিদ্যুৎ, টেলিফোন, মোবাইল ফোন পরিসেবার বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে না।

৫। উৎসে মূসক কর্তনকারীর করণীয়।—(১) সরবরাহকারী সমন্বিত কর চালানপত্র ও উৎসে কর কর্তন সনদপত্র (ফরম মূসক-৬.৩) জারি না করিলে, উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা সরবরাহকারীর নিকট হইতে কোন সরবরাহ গ্রহণ করিবে না এবং সরবরাহকারীকে উক্ত সরবরাহের বিপরীতে কোন মূল্য পরিশোধ করিবে না;

(২) উৎসে মূসক কর্তনকারী সত্তা বা সরবরাহগ্রহীতা পণ পরিশোধের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে উৎসে কর্তিত মূসক নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানপূর্বক ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে ফরম মূসক-৬.৬ এ তিন প্রস্থে উৎসে কর কর্তন সনদপত্র ইস্যু করিয়া মূলকপি (ট্রেজারি চালানের মূলকপিসহ) সংশ্লিষ্ট মূসক সার্কেলে ও একটি অনুলিপি সরবরাহকারীকে প্রদান এবং একটি অনুলিপি উৎসে কর্তনকারী সত্তা ৫ (পাঁচ) বৎসর সংরক্ষণ করিবেন;

(৩) উৎসে কর্তনকারী উৎসে কর্তিত মূসক দাখিলপত্রে (ফরম মূসক-৯.১) এ বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করিতে পারিবেন এবং সেইক্ষেত্রে সমন্বয়ের ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে ফরম মূসক-৬.৬ এ উপ-বিধি (২) অনুসরণ করিয়া উৎসে কর কর্তন সনদপত্র ইস্যু করিতে হইবে।

(৪) উৎসে কর্তিত মূসক জমা প্রদানের জন্য ট্রেজারি চালানে অর্থনৈতিক কোড “১/১১৩৩/সংশ্লিষ্ট কমিশনারেটের কোড/০৩১১” লিখিতে হইবে। কমিশনারেটের কোডসমূহ হলো: ঢাকা (পূর্ব) ০০৩০, ঢাকা (পশ্চিম) ০০৩৫, ঢাকা (উত্তর) ০০১৫, ঢাকা (দক্ষিণ) ০০১০, চট্টগ্রাম ০০২৫, কুমিল্লা ০০৪০, সিলেট ০০১৮, রাজশাহী ০০২০, রংপুর ০০৪৫, যশোর ০০০৫, এবং খুলনা ০০০১। এলটিইউ (মূসক) কমিশনারেটের অর্থনৈতিক কোড ১/১১৩৩/০০০৬/০৩১১। ট্রেজারি চালানের প্রথম কলামে “যার মারফত প্রদত্ত হলো তার নাম ও ঠিকানা” এর নিম্নে উৎসে কর্তনকারীর নাম, ঠিকানা, মূসক নিবন্ধন নম্বর (যদি থাকে), সার্কেল এবং কমিশনারেটের নাম লিখিতে হইবে। ট্রেজারি চালানের দ্বিতীয় কলামে “যে ব্যক্তির/ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে টাকা প্রদত্ত হলো তার নাম, পদবি ও ঠিকানা” এর নিম্নে পণ্য বা সেবা সরবরাহকারীর নাম, ঠিকানা, মূসক নিবন্ধন নম্বর, সার্কেল ও কমিশনারেটের নাম লিখিতে হইবে।

(৫) উৎসে কর্তনকারী সত্তাসমূহের মধ্যে যে সকল সত্তার লেনদেন বা তৎসংক্রান্ত বিল হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক নিষ্পত্তি হয়, তাহাদের উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও তাহা কোষাগারে পরিশোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পাদিত হইবে।

(৬) উৎসে কর্তনকারী সত্তা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার নিকট দাখিলকৃত বিলে, যাহার অনুকূলে বিল অনুমোদন করা হইয়াছে তাহার নাম ও ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা উল্লেখ করিবেন এবং উল্লিখিত বিল পরিশোধের জন্য অনুমোদিত হইলে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা উহা হইতে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর কর্তন করিয়া বুক ট্রান্সফার বা অন্যবিধ স্বীকৃত পদ্ধতিতে সরকারি কোষাগারে জমা করিবেন।

(৭) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা বিল পরিশোধের ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উৎসে কর্তনকারী সত্তাকে অবহিত করিবেন ও মূসক কম্পিউটার সিস্টেমে তথ্য প্রেরণ করিবেন।

৬। সরবরাহকারীর করণীয়।—(১) সরবরাহকারীকে পণ্য বা সেবা সরবরাহকালে ফরম মূসক-৬.৩ এ করচালানপত্র ইস্যু করিতে হইবে।

(২) দাখিলপত্র ফরম মূসক-৯.১ এর “অংশ-৩: সরবরাহ প্রদান-প্রদেয় কর” এ মূল্য এবং মূসকের পরিমাণ বা সুনির্দিষ্ট করের পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) উৎসে কর্তনকারী সত্তার নিকট হইতে ফরম মূসক-৬.৬ এ উৎসে কর্তন সনদপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে দাখিলপত্রে উৎসে কর্তিত মূসকের সমপরিমাণ বা সুনির্দিষ্ট কর হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) যেই করমেয়াদে কোন সরবরাহের উপর প্রদেয় কর পরিশোধ করা হয়, সেই করমেয়াদে বা সেই করমেয়াদের পরবর্তী ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে হইবে এবং উক্ত সময়ের পর সমন্বয় দাবি তামাদি হইবে।

৭। সুদ, দন্ড ইত্যাদি।—(১) উৎসে কর কর্তন এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য উৎসে কর কর্তনকারী স্বত্বা এবং সরবরাহকারী যৌথ ও পৃথকভাবে দায়ী থাকিবে। উৎসে কর্তনের দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও মূসক কর্তন করা না হইলে উক্ত অর্থ ষান্মাসিক ২% সুদসহ তাহার নিকট হইতে এমনভাবে আদায়যোগ্য হইবে, যেন তিনি পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী। উৎসে কর্তন করিবার পর সরকারি কোষাগারে যথাসময়ে জমা প্রদান করা না হইলে আইনের ধারা ৮৫ এর উপ-ধারা (১ক) মোতাবেক উৎসে কর্তনকারী ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট মূসক কমিশনার অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) ব্যক্তিগত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন। উৎসে মূসক কর্তন ও জমাদানে ব্যর্থতার জন্য পণ্য/সেবা সরবরাহকারী এবং গ্রহণকারী উভয়ে সমানভাবে দায়ী হইবেন।

৮। বিবিধ।—

- (ক) যেকোনো পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী আমদানিকৃত পণ্য সরবরাহ করিলে আমদানি পর্যায়ে আগাম কর পরিশোধ করিবেন এবং দাখিলপত্র প্রদানকালে ফরম মূসক ৯.১ এর অংশ-৬: হ্রাসকারী সমন্বয় (মূল্য সংযোজন কর) এ প্রদর্শন করে সমন্বয় গ্রহণ করিতে পারিবে।
- (খ) কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহের শাখা/বিক্রয়কেন্দ্র তাহাদের কেন্দ্রীয় দপ্তরের মাধ্যমে উৎসে কর্তিত মূসক জমা প্রদান করিবে।
- (গ) “যোগানদার” অর্থ কোটেশন বা দরপত্র বা অন্যবিধভাবে কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা দপ্তর, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত কোনো সংস্থা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোন প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, পরিষদ বা অনুরূপ কোন সংস্থা, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, কোন ব্যাংক, বীমা কোম্পানি বা অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কোন মাধ্যমিক বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কোনো লিমিটেড কোম্পানির নিকট পণ্যের বিনিময়ে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ ব্যতীত যে কোন পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ করেন এমন কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা। সুতরাং, উৎপাদক, সেবাপ্রদানকারী ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য সকল ব্যক্তি যাহারা অন্য কোনো আমদানিকারক, উৎপাদক, ব্যবসায়ী বা সেবাপ্রদানকারীর নিকট হইতে প্রথম তফসিল দ্বারা

অব্যাহতিপ্রাপ্ত নহে এমন কোনো পণ্য বা সেবা ক্রয় বা সংগ্রহ করিয়া উৎসে কর্তনকারী সত্তার নিকট সরবরাহ করে, কেবলমাত্র তাহারাই যোগানদার হিসাবে বিবেচিত হইবে। উল্লেখ্য, যেইসকল সেবার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা রহিয়াছে সেই সকল সেবা যোগানদার হিসাবে গণ্য হইবে না।

- (ঘ) একটি সরবরাহের মধ্যে একাধিক উপাদান থাকিলে উৎসে মূসক কর্তন নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে টেন্ডার, কোটেশন বা বিলে সরবরাহের উপাদানসমূহ ও প্রতিটি উপাদানের বিপরীতে মূল্য আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করিতে হইবে এবং প্রতিটি উপাদানের উপর প্রযোজ্য হারে সমুদয় মূসক উৎসে কর্তন করিতে হইবে।
- (ঙ) মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ কার্যকর হইবার পূর্বে চুক্তিবদ্ধ কিন্তু মূল্য পরিশোধিত হয় নাই এমন সরবরাহের ক্ষেত্রে পরিশোধকালীন সময়ে প্রযোজ্য বিধান প্রযোজ্য হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

(হাছান মুহম্মদ তারেক রিকাবদার)
প্রথম সচিব (মূসক নীতি)

উৎসে ভ্যাট কর্তনযোগ্য পণ্য ও সেবার তালিকা

যেসব ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে তার তালিকা অনেকে চেয়ে থাকেন। আইনের তৃতীয় তফসিলে হ্রাসকৃত ভ্যাটহার সম্পন্ন পণ্য ও সেবাসমূহ তালিকাভুক্ত রয়েছে। নিম্নে তা সন্নিবেশ করা হয়েছে। তবে, পাঠকদের সুবিধার্থে পণ্যের শিরনামা সংখ্যা ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোডের কলাম বিলুপ্ত করা হয়েছে, সেবার শিরনামা সংখ্যা বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং

০ এস.আর.ও নং ২৩৫-আইন/২০১৯/৭১-মূসক, তারিখ: ৩০ জুন, ২০১৯ দ্বারা ‘শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোনো লিমিটেড কোম্পানি এবং ১ (এক) কোটি টাকার অধিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠান এর’ এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

বর্ণনা ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করা হয়েছে। তাছাড়া, সেবাসমূহ ওপরে এবং পণ্যসমূহ নিম্নে পেশ করা হয়েছে। প্রয়োজন হলে আইনের তৃতীয় তফসিল দেখার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সেবা

সেবার কোড	সেবার নাম	উৎসে কর্তনের হার
(১)	(২)	(৩)
S০১০.১০	ভূমি উন্নয়ন সংস্থা	২%
S০১০.২০	ভবন নির্মাণ সংস্থা (১ থেকে ১৬০০ বর্গফুট পর্যন্ত)	২%
S০১০.২০	ভবন নির্মাণ সংস্থা (১৬০১ বর্গফুট হইতে তদূর্ধ্ব)	৪.৫%
S০১০.২০	ভবন নির্মাণ সংস্থা (পুনঃরেজিস্ট্রেশন)	২%

সেবার কোড	সেবার নাম	উৎসে কর্তনের হার
(১)	(২)	(৩)
S০১২.১৪	ইন্টারনেট সংস্থা	৫%
S০১৪.০০	ইভেটিং সংস্থা	৫%
S০২৪.২০	আসবাবপত্রের বিপণন কেন্দ্র	৫%
S০২৬.০০	স্বর্ণকার ও রৌপ্যকার এবং স্বর্ণের ও রৌপ্যের দোকানদার এবং স্বর্ণ পাকাকারী	৫%
S০৩৬.২০	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকূল লঞ্চ সার্ভিস	৫%
S০৪৮.০০	পরিবহন ঠিকাদার (পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য)	৫%
S০৫৭.০০	বিদ্যুৎ বিতরণকারী	৫%
S০৬৯.০০	ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল	৫%
S০৮০.০০	রাইড শেয়ারিং	৫%
S০৯৯.১০	তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা (Information Technology Enabled Services)	৫%
S০৯৯.৬০	অনলাইনে পণ্য বিক্রয়	৫%

সেবার কোড	সেবার নাম	উৎসে কর্তনের হার
(১)	(২)	(৩)
S০০১.২০	নন এসি হোটেল ও রেস্টোরাঁ	৭.৫%
S০০৪.০০	নির্মাণ সংস্থা	৭.৫%
S০২৪.১০	আসবাবপত্রের উৎপাদক	৭.৫%

সেবার কোড	সেবার নাম	উৎসে কর্তনের হার
(১)	(২)	(৩)
S০৩৭.০০	যোগানদার (Procurement provider)	৭.৫%
S০৬০.০০	নিলামকৃত পণ্যের ক্রেতা	৭.৫%
S০৬৪.১০	এয়ামিউজমেন্ট পার্ক ও থিম পার্ক	৭.৫%
S০৭৮.০০	(ক) নিজস্ব ব্রান্ড সম্বলিত তৈরী পোশাক বিপণন (খ) নিজস্ব ব্রান্ড ব্যতীত তৈরী পোশাক বিপণন	৭.৫%

সেবার কোড	সেবার নাম	উৎসে কর্তনের হার
(১)	(২)	(৩)
S০০৩.১০	মোটর গাড়ীর গ্যারেজ এবং ওয়ার্কশপ	১০%
S০০৩.২০	ডকইয়ার্ড	১০%
S০০৮.১০	ছাপাখানা	১০%
S০০৯.০০	নিলামকারী সংস্থা	১০%
S০১৩.০০	যান্ত্রিক লন্ডি	১০%
S০১৮.০০	চলচ্চিত্র স্টুডিও	১০%
S০২৩.১০	চলচ্চিত্র প্রদর্শক (পেক্ষাগৃহ)	১০%
S০২৩.২০	চলচ্চিত্র পরিবেশক	১০%
S০৩১.০০	মেরামত ও সার্ভিসিং	১০%
S০৪০.০০	সিকিউরিটি সার্ভিস	১০%
S০৪২.০০	স্বয়ংক্রিয় বা যন্ত্রচালিত করাতকল	১০%
S০৪৭.০০	খেলাধুলা আয়োজক	১০%
S০৪৮.০০	পরিবহন ঠিকাদার (পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য ব্যতীত)	১০%
S০৫৩.০০	বোর্ড সভায় যোগানকারী	১০%
S০৬৩.০০	টেইলারিং সপ ও টেইলার্স	১০%
S০৬৫.০০	ভবন, মেঝে ও অংগন পরিষ্কার বা রক্ষণাবেক্ষণকারী সংস্থা	১০%
S০৬৬.০০	লটারীর টিকিট বিক্রয়কারী	১০%
S০৭৬.০০	সামাজিক ও খেলাধুলা বিষয়ক ক্লাব	১০%

সেবার কোড	সেবার নাম	উৎসে কর্তনযোগ্য ভ্যাটের পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)
S০১২.২০	সিম কার্ড সরবরাহকারী	২০০ টাকা (প্রতি সিম কার্ড)

পণ্য

পণ্যের বিবরণ	উৎসে কর্তনের হার
(১)	(২)
তরল দুধ থেকে গুঁড়া দুধ উৎপাদন	৫%
গুঁড়া মরিচ, ধনিয়া, আদা, হলুদ বা এ সকল মশলার মিশ্রণ	৫%
রেপসীডস অয়েল, কোলজা সীডস অয়েল, কেনোলা অয়েল ও সরিষার তৈল	৫%
মেশিনে প্রস্তুত বিস্কুট	৫%
হাতে তৈরি বিস্কুট (প্রতি কেজি ১৫০ টাকা মূল্যমানের উর্ধে)	৫%
হাতে তৈরি কেক (প্রতি কেজি ১৫০ টাকা মূল্যমানের উর্ধে)	৫%
আচার (pickle) (বোতলজাত ও প্যাকেটজাত)	৫%
চাটনী	৫%
টমেটো পেস্ট/টিমেটো কেচাপ/টিমেটো সস (বোতলজাত ও প্যাকেটজাত)	৫%
আম, আনারস, পেয়ারা ও কলার পাল্ল; তেঁতুলের পেস্ট	৫%
আমসত্ব (ম্যাংগো বার)	৫%
আমের জুস (ম্যাংগো জুস)	৫%
আনারসের জুস	৫%
পেয়ারার জুস	৫%
তেতুলের জুস	৫%
বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি প্রকল্পে উৎপাদিত কয়লা	৫%
পোড়া/ব্যবহারের অযোগ্য ট্রান্সফরমার অয়েল (পুনঃ প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে)	৫%
লুব্রিক্যান্ট অয়েল/রাবার প্রসেসিং অয়েল	৫%
এলপি গ্যাস	৫%
Bulk Imported Petroleum Bitumen	৫%
বিআরটিএ কে সরবরাহকৃত লেমিনেটেড ডাইভিং লাইসেন্স	৫%
প্লাস্টিকের তৈরি সকল ধরনের টেবিলওয়্যার, কিচেনওয়্যার, গৃহস্থালী সামগ্রী, হাইজেনিক ও টয়লেট সামগ্রীসহ অনুরূপ যে কোন পণ্য (টিফিন বক্স ও পানির বোতল ব্যতীত)	৫%
(১) সিসিবি/সিসিএ ট্রিটমেন্ট, ক্রিয়োজোট ট্রিটমেন্ট, সিজেন্ড এন্ড সিসিএ	৫%

পণ্যের বিবরণ	উৎসে কর্তনের হার
(১)	(২)
ট্রিটমেন্ট (নিজস্ব কার্টের/ অন্যের সরবরাহকৃত কার্টের দ্বারা)	
(২) ডিফিউশন ট্রিটমেন্ট, সিজেন্ড ট্রিটমেন্ট, সিজেন্ড এন্ড ডিফিউশন, সিজনিং (নিজস্ব কার্টের/অন্যের সরবরাহকৃত কার্টের দ্বারা)	
সকল পেপার মিল কর্তৃক উৎপাদিত -	৫%
(ক) ক্রীম লেইড/হোয়াইট রাইটিং পেপার-	
(১) ৫০/৫৫ হইতে তদুর্ধ্ব গ্রাম/মি.২	
(২) ৩৫/৪০ হইতে তদুর্ধ্ব গ্রাম/মি.২	
(খ) হোয়াইট রুল্ড পেপার ৫৫ হইতে ৫৯.৯৯ গ্রাম/মি.২	
(গ) হোয়াইট প্রিন্টিং পেপার-	
(১) ৬০ গ্রাম/মি.২ বা তদুর্ধ্ব গ্রাম/মি.২	
(২) ৫৫ গ্রাম/মি.২ হইতে ৫৯.৯৯ গ্রাম/মি.২	
(৩) ৫০ গ্রাম/মি.২ হইতে ৫৪.৯৯ গ্রাম/মি.২	
(৪) ৪৫ গ্রাম/মি.২ হইতে ৪৯.৯৯ গ্রাম/মি.২	
(৫) ৩৫ গ্রাম/মি.২ হইতে ৪৪.৯৯ গ্রাম/মি.২	
(ক) লাইনার পেপার	৫%
(খ) হোয়াইট লাইনার পেপার	
(গ) ক্রাফট লাইনার পেপার	
মিডিয়াম পেপার	৫%
(১) কিচেন টাওয়াল (২৪-২৬ জিএসএম)	৫%
(২) টয়লেট টিস্যু (১৮-২৪ জিএসএম)	
(৩) ন্যাপকিন টিস্যু (২০-২৪ জিএসএম)	
(৪) ফেসিয়াল টিস্যু/পকেট টিস্যু (১২-১৬ জিএসএম)	
এক্সারসাইজ বুক/ স্পাইরাল নোট বুক/খাতা (৪৫ হইতে তদুর্ধ্ব জিএসএম)	৫%
(ক) কটন ইয়ার্ন বর্জ্য, যাহা hardwaste নামে পরিচিত এবং যাহা কোন ধরনের কাপড় তৈরিতে ব্যবহার করা যায় না	৫%
ওয়েস্ট থ্রে-ডেনিম	৫%
(ক) কৃত্রিম আঁশ (man made fibre) এবং অন্যান্য আঁশের সংমিশ্রণে তৈরি ইয়ার্ন, যাহার মধ্যে কৃত্রিম আঁশের আধিক্য রয়েছে	৫%
(খ) কৃত্রিম আঁশ দ্বারা তৈরি ফেব্রিক্স, সকল ধরনের, নীচে উল্লিখিত	৫%

পণ্যের বিবরণ	উৎসে কর্তনের হার
(১)	(২)
স্ফেত্রসমূহ ব্যতীত, যথাঃ- (১) আঁশের কাটা এবং নষ্ট টুকরা (এক মিটারের বেশী দীর্ঘ নয়) (২) কৃত্রিম আঁশের তৈরি ফেব্রিক্স, যা বয়ন বা বুননকারী কারখানা ব্যতীত অন্য কোনো কারখানা প্রক্রিয়াজাতকৃত, (৩) বাংলাদেশ স্ট্যাভার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন এর নিকট নমুনা হিসেবে বিনামূল্যে সরবরাহকৃত ফেব্রিকস (তিন বর্গমিটারের নীচের আকৃতির), এবং (৪) Taps and Braids	
কঠিন শিলা	৫%
(ক) ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ ও ফেরো-সিলিকো-ম্যাঙ্গানিজ এ্যালয়	৫%
(খ) ফেরো-সিলিকন এ্যালয়	
এইচ আর কয়েল থেকে সি আর কয়েল	৫%
সি আর কয়েল থেকে জিপি শীট	৫%
সি আর কয়েল থেকে জিপি শীট/কয়েল(রঙ্গীন)	
সি আর কয়েল থেকে সিআই শীট	
সি আর কয়েল থেকে সিআই শীট (রঙ্গীন)	
এইচ আর কয়েল থেকে জিপি শীট	
এইচ আর কয়েল থেকে জিপি শীট/কয়েল (রঙ্গীন)	
এইচ আর কয়েল থেকে সিআই শীট	
এইচ আর কয়েল থেকে সিআই শীট (রঙ্গীন)	
জি আই ওয়্যার	৫%
তার কাটা	৫%
টোপ তারকাটা	
(ক) বিভিন্ন সাইজের ও প্রকারের স্ক্রু, গ্যালভানাইজড/ নন গ্যালভানাইজড/ জিংক কোটিং/নিকেল কোটিং/ অন্যান্য মেটাল কোটিং/ কোটিং ব্যতীত	৫%
(খ) জয়েন্ট (কানেক্টর), নাট, বোল্ট বিভিন্ন সাইজ ও প্রকারের গ্যালভানাইজড/নন গ্যালভানাইজড/জিংক কোটিং/নিকেল কোটিং/ অন্যান্য মেটাল কোটিং/ কোটিং ব্যতীত	
(গ) ইলেক্ট্রিক লাইন হার্ডওয়্যার এবং পোল ফিটিংস, যা এম, এস ও স্টীল দ্বারা তৈরি (নাট, বোল্ট ব্যতীত)	
অ্যালুমিনিয়াম ও অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি কিচেন বা অন্যান্য গৃহস্থালী তৈজস্পত্র, সেনিটারী ওয়্যার এবং যন্ত্রাংশ	৫%

পণ্যের বিবরণ	উৎসে কর্তনের হার
(১)	(২)
স্টেইনলেস স্টীলের স্মিট হইতে প্রস্তুত ব্লড কার্বন স্টীলের স্মিট হইতে প্রস্তুত ব্লড	৫%
বাংলাদেশ ডিজেল প্লান্ট লিঃ, জয়দেবপুর, গাজীপুর কর্তৃক উৎপাদিত ডিজেল ইঞ্জিন-	৫%
(ক) ১ সিলিন্ডার ২১০ ডিজেল ইঞ্জিন	
(খ) ২ সিলিন্ডার ৯১২ ডিজেল ইঞ্জিন	
(গ) ৩ সিলিন্ডার ডিজেল ইঞ্জিন	
(ক) ৫ কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার	৫%
(খ) ১০ কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার	
(গ) ১১ কিলোভোল্ট পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমার (কেভিএ মান-২০০ভিএ)	
(ঘ) ১১ কিলোভোল্ট কারেন্ট ট্রান্সফরমার (কেভিএ মান-৫০ ভিএ)	
(ঙ) ১৫ কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার	
(চ) ২০ কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার	
(ছ) ২৫ কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার	
(জ) ৩৩ কিলোভোল্ট পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমার (কেভিএ মান-৪০০ ভিএ)	
(ঝ) ৩৩ কিলোভোল্ট কারেন্ট ট্রান্সফরমার(কেভিএ মান-৫০ ভিএ)	
(ঞ) ৩৭.৫ কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার	
(ট) ৫০ কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার	
(ঠ) ৭৫ কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার	
(ড) ১০০কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার	
(ঢ) ২০০কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার	
(ণ) ২৫০কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার	
(ত) ৩০০কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার	
(থ) ৩১৫কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার	
(দ) ৪০০কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার	
(ধ) ৫০০কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার	
(ন) ৬৩০কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার	
(প) ৭০০কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার	
(ফ) ৮০০কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার	
(ব) ১০০০কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার	
(ভ) ১২০০কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার	
(ম) ১৫০০কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার	

পণ্যের বিবরণ	উৎসে কর্তনের হার
(১)	(২)
(য) ২০০০কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার	
(ক) ১ থেকে ১০ ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ সশ্রয়ী বাব্দ	৫%
(খ) ১১ থেকে ২০ ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ সশ্রয়ী বাব্দ	
(গ) ২১ থেকে ৩০ ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ সশ্রয়ী বাব্দ	
(ঘ) ৩১ থেকে ৫০ ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ সশ্রয়ী বাব্দ	
(ঙ) ৫০ ওয়াটের অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ সশ্রয়ী বাব্দ	
টিউব লাইট	৫%
১৮ ওয়াট ও ৩৬ ওয়াট	
(ক) বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী লিঃ, গাজীপুর কর্তৃক উৎপাদন পর্যায়ে-	৫%
(অ) Retro-Reflective Vehicle Number Plate, Vehicle Type (I) I (II).	
(আ) Retro-Reflective Vehicle Number Plate, Vehicle Type (III).	
(ই) Vehicle Ownership Card.	
(খ) বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) কর্তৃক ভোক্তার নিকট সরবরাহ পর্যায়ে-	
(অ) Retro-Reflective Vehicle Number Plate, Vehicle Type (I) I (II).	
(আ) Retro-Reflective Vehicle Number Plate, Vehicle Type (III).	
(ই) Vehicle Ownership Card.	
(ক) বাস (৫২ আসন বিশিষ্ট-সাধারণ)	৫%
(খ) বাস (৫২ আসন বিশিষ্ট-চেয়ারযুক্ত ডিলাক্স)	
(গ) বাস (৪০ আসন বিশিষ্ট-সাধারণ)	
(ঘ) বাস (৪০ আসন বিশিষ্ট- চেয়ারযুক্ত ডিলাক্স টাইপ)	
(ঙ) বাস (৩৬/৪০ আসন বিশিষ্ট বিলাস/সুবিলাস টাইপ)	
(চ) বাস (৩৬ আসন বিশিষ্ট- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত)	
(ছ) মিনিবাস (৩০ আসন বিশিষ্ট-সাধারণ)	
(জ) মিনিবাস (২৪/৩০ আসন বিশিষ্ট-ডিলাক্স টাইপ)	
(ক) ট্রাক (৭ টন পরিবহন ক্ষমতা সম্পন্ন)	৫%
(খ) ট্রাক ভ্যান (৭ টন পরিবহন ক্ষমতা সম্পন্ন)	
(গ) ট্রাক (৫ টন পরিবহন ক্ষমতা সম্পন্ন)	

পণ্যের বিবরণ	উৎসে কর্তনের হার
(১)	(২)
(ঘ) ট্রাক ভ্যান (৫ টন পরিবহন ক্ষমতা সম্পন্ন)	
(ঙ) ট্রাক (৩ টন পরিবহন ক্ষমতা সম্পন্ন)	
(চ) ট্রাক ভ্যান (৩ টন পরিবহন ক্ষমতা সম্পন্ন)	
(ছ) ট্রাক ভ্যান/পিক-আপ (যাত্রীবাহী হডক বা না হোক) (১-১.৫ টন পরিবহন ক্ষমতা সম্পন্ন)	
(১) ল্যান্ডিং ক্র্যাফট:	৫%
(ক) ল্যান্ডিং ক্র্যাফট ভেহিকেল এবং পার্সোনেল (এলসিভিপি)	
(খ) ল্যান্ডিং ক্র্যাফট ইউটিলিটি (এলসিইউ)	
(গ) ল্যান্ডিং ক্র্যাফট ট্যাংক (এলসিটি)	
(ঘ) ল্যান্ডিং শিপ ট্যাংক (এলএসটি)	
(ঙ) ল্যান্ডিং ক্র্যাফট লজিস্টিক (এলসিএল)	
(চ) ল্যান্ডিং শিপ লজিস্টিক (এলএসএল)	
(ছ) ল্যান্ডিং ক্র্যাফট পার্সোনেল	
(২) ল্যান্ডিং প্ল্যাটফর্ম হেলিকপ্টার এলপিএইচ	
(৩) প্যাট্রল বোট/ গান বোট / কোস্টাল প্যাট্রল বোট	
(৪) ফাস্ট অ্যাটাক ক্র্যাফট (মিসাইল বোট, টর্পেডো বোট, ফ্যাক জি)	
(৫) ওপিডি/ করভেট/ লার্জ প্যাট্রল ক্র্যাফট (এলপিসি)	
(৬) প্যাট্রল বোট/ হারবার প্যাট্রল বোট/ ইনল্যান্ড প্যাট্রল ভেসেল	
(৭) পাইলট বোট/ পাইলট লঞ্চ/ সিকিউরিটি বোট	
(৮) সার্ভে ভেসেল	
(৯) টাগ	
(১০) মুরিং বোট	
(১১) হাউস বোট/ ওয়াটার বোট (ইঞ্জিন ছাড়া)	
(১২) ডেজার	
(১৩) ফ্লোটিং ক্রেন/ বয়া লিফটিং ভেসেল/ স্যালভেজ ভেসেল/ সার্চ এন্ড রেসকিউ ভেসেল	
(১৪) লাইফ বোট	
(১৫) গার্বেজ ডিসপোজাল ভেসেল	
(১৬) পন্টুন	
(১৭) ফায়ার ফাইটিং শিপ	
(১৮) হসপিটাল শিপ(স্ব-চালিত নয়)	
(১৯) ফিশিং ট্রলার বোট	

পণ্যের বিবরণ	উৎসে কর্তনের হার
(১)	(২)
(২০) উডেন বোট/জিআরপি বোট/স্পীড বোট/ফেরী বোট/ডাইভিং বোট/ মোটর লঞ্চ/সার্ভে বোট /ইনল্যান্ড স্মলার ক্র্যাফট/বয়া/মুরিং বয়া/ক্রাইন বোট/ এ্যালুমিনিয়াম সার্ভে বোট	
পণ্যবাহী যান্ত্রিক নৌযান	৫%
যাত্রীবাহী যান্ত্রিক নৌযান	
অন্যান্য যান্ত্রিক নৌযান (পণ্যবাহী বা যাত্রীবাহী)	
চশমার প্লাস্টিক ফ্রেম	৫%
চশমার মেটাল ফ্রেম (স্প্রিংযুক্ত হোক বা না হোক)	
সান গ্লাস (প্লাস্টিক ফ্রেমযুক্ত)	৫%
সান গ্লাস (মেটাল ফ্রেমযুক্ত)	
রিডিং গ্লাস (প্লাস্টিক ফ্রেমযুক্ত)	
রিডিং গ্লাস (মেটাল ফ্রেমযুক্ত)	৫%
নারিকেলের ছোবড়া হতে তৈরী ম্যাট্রেস	৫%

ব্যবসায়ী কর্তৃক ৫% ভ্যাট প্রয়োগ করে ভ্যাট চালানসহ সরবরাহ প্রদান করা হলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

পণ্যের বিবরণ	উৎসে কর্তনের হার
(১)	(২)
সেফ কপি পেপার	৭.৫%
ডুপ্লেক্স বোর্ড/ কোটেড পেপার	৭.৫%
সিগারেট/বিড়ি পেপার ২৬ +/- ২ গ্রাম/মি.২	৭.৫%
সিমপ্লেক্স পেপার	৭.৫%
প্যাকিং পেপার	
কালারড পেপার	

পণ্যের বিবরণ	উৎসে কর্তনের হার
(৩)	(৪)
বৈদ্যুতিক খুঁটি	১০%
ইলেক্ট্রিক পোল (স্টীল প্লেট দ্বারা উৎপাদিত)	১০%

পণ্যের বিবরণ	উৎসে কর্তনযোগ্য ভ্যাটের পরিমাণ
(১)	(২)
নিউজপ্রিন্ট	১৬০০ টাকা (প্রতি মে: টন)
সূতা	৪ টাকা প্রতি কেজি
(ক) যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত তৈরি সাধারণ ইট (নন-রিফ্রেকটরী বিল্ডিং ব্রিকস), ফেসিং এ ব্যবহৃত ইট ব্যতীত	৪৫০ টাকা (প্রতি হাজারে)
(খ) যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বা যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি সাধারণ ইট (নন-রিফ্রেকটরী বিল্ডিং ব্রিকস), ফেসিং এ ব্যবহৃত ইট ব্যতীত	৫০০ টাকা (প্রতি হাজারে)
(গ) যন্ত্রের সাহায্যে বা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তৈরি ইট: প্রথম গ্রেড (১) তিন ছিদ্র বিশিষ্ট ইট (২) দশ ছিদ্র বিশিষ্ট ইট (৩) সতের ছিদ্র বিশিষ্ট ইট (৪) মালটি কোরড ইট	৭০০ টাকা (প্রতি হাজারে)
দ্বিতীয় গ্রেড (১) তিন ছিদ্র বিশিষ্ট ইট (২) দশ ছিদ্র বিশিষ্ট ইট (৩) সতের ছিদ্র বিশিষ্ট ইট	৭০০ টাকা (প্রতি হাজারে)
(ঘ) ব্রিকস চিপস	৭০০ টাকা (প্রতি ১০০ সিএফটি)
(ঙ) মিকাদ ব্যাটস	৫০০ টাকা (প্রতি ১০০ সিএফটি)
স্ক্র্যাপ/শীপ স্ক্র্যাপ এম, এস প্রোডাক্ট	১০০০ টাকা প্রতি মেঃ টন
(ক) আমদানি/স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত রি-রোলবল স্ক্র্যাপ হইতে প্রস্তুতকৃত এম.এস. পণ্য	১,২০০ টাকা (প্রতি মে: টন)
(খ) আমদানিকৃত/স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত মেলটেবল স্ক্র্যাপ হইতে প্রস্তুতকৃত সকল প্রকার বিলেট ও ইনগট	১,০০০ টাকা (প্রতি মে: টন)
(গ) বিলেট/ইনগট হইতে প্রস্তুতকৃত এম.এস. পণ্য	১,০০০ টাকা (প্রতি মে: টন)
(ঘ) গর্দা/মেলটেবল স্ক্র্যাপ হইতে প্রস্তুতকৃত ইনগট/বিলেট এবং ইনগট/বিলেট হইতে প্রস্তুতকৃত এম.এস. পণ্য	২০০০ টাকা (প্রতি মে: টন)
